রক্তের টিপ

(স্ত্রীভূমিকাবর্জ্জিত নাটক)

শ্রীপরেশ সাহা

অল বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৷০

ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা সনদে

যাঁরা রক্তের

স্বাক্ষর রেখে গেছেন

সেই সব

জানা অজানা

শহীদদের স্মৃতির

স্মরণে—

দু'কথা

রক্তের টিপের ছোট্ট একটু ইতিহাস রয়েছে। আজ তার আত্ম প্রকাশের দিনে সে কথাটা বলা প্রয়োজন বলে মনে করছি। প্রায় বছর দু'ই আগে এ লিখিতও মঞ্চস্থ হয়। সেদিন আর এদিনের পার্থক্য অনেক—ব্যবধান বিস্তর। তবু সকলের সামনে একে তুলে ধরতে সাহসী হয়েছি এই জন্য যে—আমাদের চিন্তাধারার অন্ততঃ একটা অধ্যায়ের সাথে সকলের পরিচয় ঘটবে। তাছাড়া ছেলেদের নিয়ে নাটক করতে যেয়ে এরকম নাটকের অভাব অনুভূত হয়েছে—বিদ্যালয়ে থাকতেও এর অভাব অনুভব করেছি। 'রক্তের টিপ' প্রকাশের দ্বিতীয় কারণ তাহাই।

আর একটা কথা এখানে বলে রাখলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বেনা। রক্তেরটিপ প্রথম অভিনয় রজনীর পর থেকেই কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হয়। আই, বি বিভাগের শ্যেণ দৃষ্টি পড়ে এ বই এর উপর। এর অভিনয়কে বে-আইনি ঘোষণা করা হয় এবং পাণ্ডু লিপিটিকে বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা চলে। আমাকেও এর জন্য বার বার কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে পুলিশের কাছে। যাহোক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু তবু পুলিশী কর্ত্তারা নিজ নিজ পদই জুড়ে রয়েছেন। এবার তাঁরা—বহু আকাংখিত 'রক্তেরটিপ' পুস্তকাকারে পাবেন—এখানেই আমার সান্ত্বনা।

বইটি প্রকাশের জন্য বন্ধুবর চিত্ত দত্ত অশেষ পরিশ্রম করেছেন এবং খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত কমল কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় প্রচ্ছদ পটটি এঁকে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। নিছক্ ধন্যবাদের ঢেড়া পিটিয়ে সে বন্ধনকে আল্‌গা কর্‌তে চাইনে—যাতে সে বন্ধন আরও অটুট হয়—আজকে সেটাই প্রার্থনা কর্‌ছি।

মুদ্রা প্রমাদের জন্য এ সংস্করণে অনেকগুলি ভুল রয়ে গেল। আশা করি পাঠকবর্গ নিজগুণে তা' সংশোধন ক'রে নেবেন। জয়হিন্দ্—

দোল পূর্ণিমা, ১৩৫৪
জীবন কুটির
সাভার।

শ্রীপরেশ সাহা

যাদের নিয়ে কাহিনী

শেখর—ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। দেশভক্ত যুবক।

স্বপন
অশোক
মলয় } —শেখরের বন্ধুদল।

দয়াল—আজন্ম প্রতিপালিত শেখরদের বাড়ীর ভৃত্য।

অলক—শেখরের সম্পর্কীয় ভাই।

কানাই—গ্রামের জনৈক কুটিল লোক।

নৃপেন বাবু—ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবী ছদ্মবেশী নিখিল বোস্। থানার দারোগা

শিশির বাবু—থানার ইনস্পেক্টর।

লছমন—পুলিশ।

ইস্‌মাইল—জনৈক মুসলমান চাষী।

মিঃ সেন—উকিল।

রাম গোলাম—কোর্টের চাপরাসী।

দেবী পাকরাশী—ভাড়াটে সাক্ষী।

কাজল—ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি।

রক্তের টিপ

—এক—

জাগো বিদ্রোহী ভগবান—

সবুজ সোনার চুম্বন মাখা দেশে

প্রলয় পাথারে অন্ধ নিশার শেষে—

তোল আজ আলোর গান ॥

বঞ্চিত যারা লাঞ্ছিত যারা

সোনার স্বদেশ তবু সব হারা

পর শাসনের লৌহ খাঁচায়—

কাঁদে শোকাতুর প্রাণ ॥

ঐ শোন কাঁদে কংস কারায় যুগের দেবকী মাতা,

(ঝরে) পথের ধূলায় বীর শহীদের মুক্তি বেদের গাঁথা।

তোমার আসার শিহরণ লেগে—

ফুলে ফুলে গান উঠুক জেগে—

মরা নদী ধারা হাসুক আবার—

বন্ধন অবসান ॥

দূরে বহু দূরে ঐ নদী ছাড়িয়ে—ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূধরখণ্ড ও ঐ পাহাড় পর্ব্বত পার হয়ে আমাদের দেশ। ঐ দেশে আমরা জন্ম নিয়েছি আবার ফিরে চলেছি সেই দেশে। শোন ভারত আমাদের ডাকছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাক্‌ছে, চল্লিশ কোটি দেশবাসী আমাদের আহ্বান কর্‌ছে। আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাক্‌ছে। উঠো—নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের নেই। অস্ত্র হাতে নাও। দেখ তোমার সামনে পথ পড়ে রয়েছে। যে পথ আমাদের পথপ্রদর্শক-গণ তৈরী ক'রে গেছেন আমরা সেই পথ ধরে এগিয়ে যাবো। শত্রু সেনার মাঝ দিয়ে আমাদের পথ করে নিতে হবে। ভগবান যদি চান আমরা শহীদের মতো মৃত্যুকে কোল দেবো। যে পথ ধরে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে যেয়ে পৌঁছবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করে যাবো। দিল্লীর পথ—স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী। দিল্লী চলো।"

[কথাগুলি শেষ হবার সাথে সাথেই বাইরে গুলির আওয়াজ হ'লো—আর শোনা গেলো সমবেত কণ্ঠের জয়হিন্দ ধ্বনি। পরদা উঠলো। দেখা গেলো গুলিবিদ্ধ অবস্থায়—শেখর পথে পড়ে রয়েছে। পাশে তার স্বপন, মলয়' অশোক প্রভৃতি তার সঙ্গীরা]

মলয়—শেখর দা!

শেখর—কাঁদছিস্ মলয়?

মলয়—কোথায় লেগেছে তোমার?

শেখর—লেগেছে? লেগেছে মনে। আমার বিবেকের অন্তঃস্থলে

পরাধীনতার এই যে পুরস্কার ভাই। উঃ…(বুক চেপে ধর্‌লো)

স্বপন—শেখর দা!

শেখর—ও জলে ভারত মায়ের ভাঙা বুককে ভাসিয়ে দিস্‌নি স্বপন! আমার মতো সবাইকে যেতে হ'বে—পলাশীর পলাশ ফুল আরও ঝর্‌বে, আরও মিশবে মাটিতে তবে যদি এ জাতটার ঘুম ভাঙে। ওঃ……

অশোক—তুমি চুপ করো শেখর দা!

শেখর—চুপ? হ্যাঁ চুপ কর্‌বো অশোক—তবে এখন নয়; আরও কয়েক নিমেষ পরে; সে হয়তো চিরকালের জন্য। এ মাটির পৃথিবীতে সে ঘুম আর ভাঙবে না—শুধু তার অতৃপ্ত আত্মা কেঁদে ফির্‌বে ঐ নীল আকাশের পথে পথে। তবে যে কটা নিমেষ তোদের মাঝে আছি আমায় বল্‌তে দে ভাই সব, আমি আমার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে প্রতিবাদ ক'রে যাই এ জঘন্য অত্যাচারের।

স্বপন—তুমি ও কথা বলো না শেখর দা! তুমি আবার উঠে দাঁড়াবে। আবার ঐ দুঃখদীর্ণ জনতার মাঝখানে যেয়ে বল্‌বে—'ভাই সব! আমাদের মুক্তির আহ্বান এসেছে—স্বাধীনতার স্বর্ণ দুয়ার উন্মুক্ত—চলো দিল্লী। দিল্লীর পথে পথে আমরা………

শেখর—দেখলি, তুইও শেষ কর্‌তে পার্‌লিনে—হয়তো সন্দেহে বুকটা তোর দুলে উঠ্‌লো। আমি বাঁচবো। আমি বাঁচবো। (মৃদু হাস্‌লো) হ্যাঁ বাঁচবো ঠিকই স্বপন—বাঁচবো সারা—ভারতের সোণার মাটির ধূলি কণার সাথে। এ দেশকে যে বড়ো ভালো

বেসেছি ভাই ওদের একটা গুলিকি সে ভালোবাসাকে শেষ ক'রে দিতে পারে ?

সিরাজ মরেছে—মিরকাসেম নেই কিন্তু ভারতের ঘরে ঘরে তারা আবার নূতন রূপ নিয়েছে। সে লক্ষ্মীবাই এসেছে—প্রতাপসিংহের উদয় হয়েছে।

অশোক—আজ থাক্ শেখরদা, আর একদিন শোনবো। আর একদিন শোনবো সব। এত উত্তেজনা তোমার আজ সইবেনা শেখরদা।

শেখর—আর একদিন ? তুই ভুলে গেলি, ভুলে গেলি অশোক চিত্র-গুপ্তের হিসেবী খাতায় আমার মেয়াদ শেষ হ'য়ে এসেছে। ঘর আমার ছাড়তেই হ'বে। নইলে যে ভগবানের কাছে যেয়ে এ অত্যাচারের নালিশ জানাতে পারবোনা। দু'শো বছরের ইতিহাস রক্তাক্ষরে গেঁথে নিয়েছি বুকে—তা যে তাঁর সামনে যেয়ে পেশ করতে হ'বে—। আমায় যেতেই হ'বে।

মলয়—শেখরদা !

শেখর—দিল্লী রইলো মলয়। নেতাজীর স্বপ্ন সৌধ লালকেল্লা রইলো—আমার সাধনায় তার চূড়ায় জাতীয় পতাকা তুলতে পারলুমনা—কেবল চুম্বন করে গেলুম তার পথের মাটিকে—তোমরা তা সফল করো। ঐ বন্দী শিবিরেই ভারতের শোকাতুর আত্মা আজ কাঁদছে, ভারতের মুক্তির রবি ঐ লাল কেল্লার কুটিল—ষড়যন্ত্রের মেঘেই ঢাকা পড়েছে। তোমরা তাকে হটিয়ে দিয়ো।

[নেপথ্যে আবার গুলির শব্দ ও সমবেত কণ্ঠে জয়হিন্দ্
ও নেতাজী জিন্দাবাদ ধ্বনি]

ঐ শোন ভারতের আত্মার ডাক। জয়হিন্দ্—জয়হিন্দ্। ভারতের পথে ঘাটে স্বপন মাখা পল্লী প্রান্তরে আজ তা মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠ্ছে। এই আহ্বানই একদিন স্বাধীন ভারতের জয়ের সনদ ঘোষণা কর্বে। কিন্তু সেদিন আমরা রইবো দূরে···· অনেক দূরে।

[সবাই চুপ ক'রে রইলো]

আজ বিদায় নেবার ক্ষণে কি আমার মনে হ'চ্ছে জানিস্ স্বপন ?

স্বপন—কি শেখরদা ?

শেখর—মনে হচ্ছে এ সোণার দেশের লৌহ বাঁধন ক্রমেই যেন ক্ষয়ে আস্ছে। পলাশীর মাঠে মানুষের বেইমানি যে নিষ্ঠুর শেকলকে ভারত জননীর পায়ে পরিয়ে দিয়েছিল, সন্তানের বুকের রক্তে তা যেন ক্রমেই আল্‌গা হ'য়ে আস্ছে। একদিন এক শুভ প্রভাতে হয়তো তা ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।

স্বপন—নূতন সূর্য্য ইসারা দিচ্ছে পূব দিগন্তে—অন্ধকার এবার পালিয়ে বাঁচবে।

শেখর—পালাবে তারা ঠিকই কিন্তু ভারতের ক্ষত হয়তো আর শুকাবে না। যুগের পর যুগ এক্ষতে রক্ত ঝর্‌বে। এ দুটো শতাব্দীতে ওরা এ দেশের যা সববনাশ করেছে চেঙ্গিস আর নাদিরের দল বারে বারে হানা দিয়েও তা কর্‌তে পারেনি। ওরা আমাদের মনুষ্যত্বে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। স্বপন !

স্বপন—শেখরদা !

শেখর—আমার মনের কথাটা আজকে তোদের কাছে বলে যাই। এর

আগে তা কেউ শোনেনি শুন্‌বেও না হয়তো আর কোনদিন।
সে বাণী—কেবল কেঁদে ফির্‌বে তোদের কটা মনে—কারণ আমি
বিশ্বাস করি—তোরা আমায় ভালো বেসে ছিলিস্‌।

(চুপ কর্‌লো)

আমি ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। রাজদ্রোহী। লোকে হাসে
বলে, জীবনটাকে ডালি দিলাম একটা ব্যর্থ খেয়ালের বেদীমুলে।
কিন্তু জানি ওপারে বসে বাবা এর জন্য আমায় আশীর্ব্বাদই কর্‌-
বেন। দেশকে অস্বীকার ক'রে যে সম্মান লাভ তা শুধু একটা
নগ্ন মরিচীকা। কোটি জীবনের বিনিময়ে সে একটা নিজের
স্বার্থোদ্ধার। মনে মনে তিনি সে বেদনা অনুভব কর্‌তেন। তাই
তাঁর অদৃশ্য আদর্শ দিয়ে—তিনি আমায় গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু
বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারলুমনা। পথেই সে ঝরে
পড়্‌লো....উঃ ....

[বুক দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত উঠ্‌লো--সবাই ঝুঁকে
পড়্‌লো সে দিকে]

মলয়—শেখরদা !

শেখর—উঃ .... উঃ...........

মলয়—শেখরদা !

শেখর—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি মলয় নিভে আসা জীবনের অশেষ
যন্ত্রনা দিয়ে—। এখানেই তার শেষ হোক্‌।

[সবাই মাথা নীচু কর্‌লো]

[খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মলয়ের মাথা উঠিয়ে শেখর বল্‌লো]

রক্তের টিপ

শেখর—কাঁদছিস্ ?

মলয়—না ....

শেখর—ও জল মুছে ফেল মলয়। ব্যথা যদি লেগে থাকে তাহ'লে ওখানে শিবের মতো আগুণ জ্বালিয়ে তোল—যাতে ক'রে এ মিথ্যার রাজত্বটা পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়।

[সেপথ্যে দয়াল ...... ওরে তোরা ছাড়্ ছাড়্ আমার খোকা গুলি খেয়েছে ছাড়্ ছাড়্

পুলিশ—ওধার যাও

দয়াল—না না আমি যাবো না—এক পা নড়বো না]

শেখর—দয়ালদা ?

[উন্মত্তের মতো দয়াল প্রবেশ করলো। গায়ে চাবুকের দাগ। রক্ত ঝর্‌ছে)

দয়াল—খোকা...... ..খোকা..........

(শেখরকে জড়িয়ে ধর্‌লো)

শেখর—দয়ালদা ?

দয়াল—তুই কেন এলি খোকা ? কেন তুই এ সর্ব্বনাশ কর্‌লি ? ও কচিমুখ আমি যে তোকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি। আমার বুকের তুই যে সাত রাজ্যের মাণিক।

শেখর—তুমি এসেছো দয়ালদা ?

দয়াল—আস্‌বোনা ? ঘুম যাবো ? ঘরে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে বসে বসে হাস্‌বো ? তুই এতখানি নিষ্ঠুর ?

(দয়াল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌লো)

শেখর—ভালই হ,য়েছে এবার একটা বোঝা হাল্‌কা করে দিয়ে যেতে পার্‌বো।

দয়াল—সবইতো করেছিস্—আর কি বাকী আছে:? এ বৃদ্ধের জীর্ণ বুকটা ছিল তাও তো ভেঙে খান্ খান্ করে দিয়েছিস্।

শেখর—আরও একটা বাকী রয়েছে—বাকী রয়েছে সম্পত্তিটা ওর ও একটা সুরাহা ক'রে যাই। স্বপন !

স্বপন—শেখরদা !

শেখর—কাছে আয় ভাই—তোরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক্‌বি—তবে কি সান্ত্বনা নিয়ে আমি যাবো।..........আমি যাচ্ছি—যাবার বেলায় আমার সম্পত্তিটা দেশের কল্যাণে তুলে দিয়ে গেলাম। তোরা এর মর্য্যাদা রাখিস্। মানুষের বুক শোষে একে জমানো হয়েছিল একদিন মানুষের কল্যাণেই যেন এ ব্যয়িত হয়। ... . কেউ নেই আমার এ দুনিয়ায়.... এক রইলি তোরা আর রইলো দয়ালদা। ।তোরা তাকে দেখিস্। সাত রাজ্য ঘুরেও এ হিংসার যুগে এমন মানুষ বার কর্‌তে পার্‌বিনে।

(পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার কর্‌লো। বুকের রক্ত দিয়ে টিপ তাতে দিলো। তারপর বল্‌লো)

লিখবারও সামর্থ্য নেই। তাই বুকের রক্তে আমার সম্মতি রেখে গেলুম। বাকীটা তোরা পূরণ করে নিস্। দয়ালদা !

(দয়াল গামছা দিয়ে ক্ষতের রক্ত মুছছিল)

তোমার কি হয়েছে দয়ালদা !

দয়াল—তোকে ভালবাসার এক্ষত খোকা। মানুষকে ভালবাসলে বুঝি এমনি করে তার পুরস্কার পাওয়া যায়।

শেখর—রক্ত বেরোচ্ছে যেন।

দয়াল—বেরোক—আবার থেমে যাবে।

শেখর—তুমি বলো দয়ালদা, কারা তোমায় এ আঘাত দিয়েছে।

দয়াল—(কপাল দেখিয়ে) অদৃষ্ট···আমার অদৃষ্ট—

শেখর –তুমি বল্‌বে না দয়ালদা ?

দয়াল—ওরে তুই তা সইতে পারবিনে শেখর, শত ব্যথা নিজে—ভোগ কর্‌লেও যে এ দয়ালদা'কে তার অংশ নিতে দিস্‌নি—কোনদিন। ওরা আমায় বাধা দিল। তুই গুলি খেয়েছিস্ শুনে আমি সারাটা পথ তোকে খুঁজে খুঁজে বেরিয়েছি। সেই আমার অপরাধ। ওরা চাব্‌কে আমার পিঠের ছাল তুলে দিয়েছে খোকা। আমার বুকের আগুন পিঠে এনেও জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রতিবাদ করিনি—কারণ আমি—চেয়েছি তোকে ফিরে পেতে।

শেখর—তুমি ?

দয়াল—হ্যাঁ আমি। যার লাঠির দাপটে—একদিন ময়না মতির চর পলাশডাঙার মাঠ লাল হ'য়ে যেতো—সেই আমি—আমি সয়েছি সব নির্ব্বিচারে। স্নেহই আমায় করেছে পরাভূত—শেখর—স্নেহই আমায় সব সইয়েছে।

[শেখর উত্তেজনায় উঠবার চেষ্টা করলো]

স্বপন—শেখরদা—শেখরদা—(বাঁধা দিল)

শেখর—আমি উঠবো—আমি উঠবো—যাবার আগে—ঐ কসাইদের হাড়কখানা গুঁড়ো ক'রে দিয়ে যাবো। আমি··· আমি···· উঃ···(মৃত্যু)

সবাই—শেখরদা····শেখরদা···

দয়াল—খোকা—খোকা—

[অভিভূতের মতো কেমন যেন করতে লাগলো]

স্বপন—নিভে গেছে। উত্তেজনায় হার্টফেল করেছে। কিন্তু এ ব্যথাকে চিরদিন মনে রেখো দয়ালদা। মনে রেখো এমনি করেই বার বার ওরা আমাদের পুরস্কার দিয়েছে।

দয়াল—আমার খোকা চলে গেছে···চলে গেছে। না···ওরে না—ও যে রয়েছে। এখনই ঘরে ফিরবে। আমায় ডাকবে দয়ালদা—দয়ালদা বলে; চাইবে খাবার। শোনাবে দেশের কথা—দশের কথা। তোরা মিথ্যাবাদী—বলছিস্ সে চলে গেছে। (হঠাৎ আরও উত্তেজিত হয়ে) খুন করবো। জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলবো। ও অলক্ষণে কথা দিয়ে—আমার সোনার ঘরকে পুড়ে দিতে চাস? আমার বুকের পদ্মকে ছিড়ে ফেলতে চাস? বিষ···বিষ···সব বিষ। আমি যাই—আমি যাই (প্রস্থান)

মলয়—দয়ালদা পাগল হ'য়ে গেলো স্বপন।

স্বপন—এমনি আঘাতে আঘাতে ভারতের প্রতিটি ঘরই যে পাগলের আড্ডা হ'য়ে উঠেছে। শেখরদা!

মলয়—ছিঃ স্বপন, ভুলে গেলি শেখরদার কথাটা! ব্যথা যদি লেগে থাকে তাহ'লে চোখে শিবের মতো আগুন জ্বালিয়ে তোল। আজ অশ্রুবরষায় তাঁর সে বাণীকে কি তুই ব্যর্থ কর্‌তে চাস্‌?

স্বপন—কিন্তু মলয়…

মলয়—এর মধ্যে কিন্তু নেই স্বপন,—লালকেল্লা এখনও আট্‌কানো রয়েছে, ভারতমাতার শৃঙ্খল এখনও খসে পড়ে নি। সহযাত্রীকে এমনি মাটির কোলে ঘুমিয়ে রেখে আমাদের আদর্শের পিছু ছুটতে হ'বে। জয়কে বরণ কর্‌তে হ'বে। মনে রাখিস সাম্‌নে আমাদের পড়ে রয়েছে কোটি কোটি নিষ্পেষিত গণদেবতা—তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে….বুকে আশা জাগাতে হ'বে। নেতাজীর বাণী কণ্ঠে নিয়ে আমাদেরও ডাক দিয়ে বল্‌তে হ'বে—**we can die that India may live.**

[জাতীয় পতাকা হাতে বাল-সেনাদের প্রবেশ]

রক্তের টিপ

বন্দে আজাদী বীর
বন্দে আজাদী বীর—
তোমরা ফুটেছো
মনের গহনে
রিক্ত এ ধরণীর ॥
বন্ধন সেতো
তব তরে নহে নহে,
তোমরা ঊষার
শ্বেত শতদল
দুখের কালীয় দহে।
বক্ষে তোমার
জ্বলিছে চক্র
পার্থ সারথীর ॥

[পরদা নেমে এলো]

—দুই—

[একখানি আধুনিক ধরণের বাড়ী—দেয়াল ছবি প্রভৃতি দিয়ে সাজানো। মাঝখানের এক টেবিলের পাশে—অলক রায় উপবিষ্ট। মদের নেশায় চোখ ঢুলে এসেছে –মদপাত্র সামনেই।]

অলক…পোহালে শর্ব্বরী

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে

বাঃ চমৎকার—চমরকার Idea, যতদূর ভাবা যায়—কেবল—একটা উদ্দাম—বন্ধনহীন আকাঙ্ক্ষা জাগে। একটা রাতের ব্যবধানেই ফকিরের আমিরত্ব লাভ—নূতন আলোর সংস্পর্শে এসেই লোহা পেলো সোনার রূপ। চমৎকার Idea, (মদ খেয়ে) জীবনটাও ঠিক এমনি। সময়ের সাথে এও খায় ডিগবাজী—রাত হয় আলো—দিন মুখ লুকায় অন্ধকারে —চমৎকার….চমৎকার—wonderful,

(বাইরে কানাই খুড়ো—বলি অলক বাবাজী কৈ হে ?)

অলক—কে ?

(কানাই খুড়োর প্রবেশ)

কানাই—এই আমি—আমি—মানে এই তোর—

অলক—কি চান ?

কানাই—এই খুব বেশী কিছু নয়—তবে মানে—

অলক—মদ ? তা নিয়ে যান—নিয়ে যান। always at your

service পয়োধি বিলাতে হবোনা কৃপন কভু, ঢেলে দেব গঙ্গাবৎ সহস্রধারায়....

কানাই—আরে রাম...রাম...ও কথা কি মুখে আনতে আছে অলক ওর গন্ধেই যে আমার তল্পি শূণ্য হয়ে যায়—।

অলক—মান হয়েছে ? আচ্ছা বেশ...আচ্ছা বেশ—তাহলে বিরহের স্বাদটুকুই এবার গ্রহণ করুন। (মদপাত্রের প্রতি) কি বলোহে পয়োধি! বিরহের দাহনেই মিলনের আকাংখাটা তীব্র হয়ে উঠুক —কেমন ? চমৎকার........

কানাই—অলক ?

অলক—আঃ চুপ্। স্বপ্ন মানে dream—শতরাতের কমনীয়তা থেকে যা মন্থন করা সেইতো হলো জীবন। বাইরের যা এতো হলো ফেলে যাবার জিনিষ। স্বপ্নছিল তাই বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। স্বপ্ন ছিল তাই ওরা এসেছিল নীল সাগর ডিঙিয়ে নূতন বাসর পাত্‌তে। Go on....Go on with your dream. সত্যি স্বর্গীয় অপূর্ব্ব অনন্ত—

কানাই—অলক।

অলক—কে ? (খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো—তারপর হঠাৎ পান পাত্র লুকিয়ে) কাকু ? তা' বুঝতেই পারছেন দিনের হাওয়া এক আধ্‌টু Stimulent দরকার।

কানাই—শুধু ইষ্টিমুলেণ্ট নিয়ে থাকলেইতো আর চলেনা অলক।

এদিকে তাকিয়েও একবার দেখতে হয়—বাইরেও চোখ ফেল্‌তে হয়—। কোথায় কি হচ্ছে·······

অলক—হচ্ছে ? সত্যি কিছু হচ্ছে নাকি ?

কানাই—তবে আর বল্‌ছি কি। নরহরি আজ পরপারে। তুমিও রয়েছো। স্বপ্নে মশ্‌গুল, আর এদিকে যে কি সর্ব্বনাশটাই হয়ে যাচ্ছে তাতো আর তুমি বুঝতে চাওনা। তোমরা নূতন—বড় বড় কথা নিয়েই থাকো মাতোয়ারা। ভাবো দুনিয়াটা বুঝি এমনই হাল্‌কা। কিন্তু তাই বলেতো আর আমরা চুপ করে বসে থাক্‌তে পারিনা ?

অলক—কাজে লেগে যান···কাজে লেগে যান····

কানাই—হ্যাঁ····লাগবো বৈকি বাবাজী····নইলে যে নরহরির আত্মা আমায় অভিশাপ দেবে। তুমিতো জানোনা—কি পীড়িত টাই—ছিল ওর সঙ্গে···মরণ এসেও তা' ভেঙে দিতে পারেনি। আজও যখন ভাবি ওর সব স্মৃতির কথা আমার চোখ দুটো জলে—ভরে আসে। এ বুকের একপাশটা শূন্য বলে মনে হয়—কিন্তু কি কর্‌বো—আর যে তাকে ফিরে পাবার উপায় নেই।

অলক—Excellent.

কানাই—আজও যখন শুন্‌লাম·······

অলক—Go on.

কানাই—আজও যখন শুন্‌লাম শেখরের সম্পত্তিটা····

অলক ক'দিন চল্‌বে ?

কানাই—আগে শোনই না বাপু—তার পর যা' মনে হয় বলো।

অলক—That's good.

কানাই—শেখরের সম্পত্তিটা পাড়ার বয়াটে ছোড়াদের হাতে উঠেছে বহু পুরুষের হৃদ্‌পিণ্ড দিয়ে যা গঠিত হয়েছিল আজ তাঁদের 'অভাবে তা' এমনি ভাবে নষ্ট হতে বসেছে—তখন চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না। নরহরির বিদেহী আত্মা যেন আমায় আকর্ষণ করে নিয়ে এলো—ভাবলাম—

অলক—বেশ—

কানাই—ভাবলাম তুমিই তার ন্যায্য অধিকারী—আজ যদি তুমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হও তা' হ'লে আমার মুখেই কালি পড়বে…।

অলক—নিশ্চয়ই।

কানাই—তাই এলাম অলক। এ রায় বাড়ীর সাথে যে আমার প্রাণের সম্পর্ক রয়েছে। এর স্বার্থকে তো আমায় বাঁচিয়ে চল্‌তে হ'বে। শুন্‌লাম ছোড়াটা নাকি রক্তের টিপ দিয়ে গেছে। কংগ্রেস নাকি ওর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আরে রাম রাম ও সব ছেলেমানুষী কি আর আজ কাল চলে বাবাজী—ও অনেক দিন অচল হ'য়ে গেছে। এ ইংরেজের রাজত্বি—আইনের প্যাঁচে কতো তাজা চোখকে পর্য্যন্ত আঁধিয়ার ক'রে দেয়—আর ওরা তো একেবারে কাঁচা…তা' তোমায় একটা কাজ করতে হবে বাবাজী…।

অলক—Always at your Service.

কানাই—কিছু টাকা…মানে ……

(পাগল দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল—আমার খোকা এসেছে….খোকা—

অলক—কে ?

দয়াল—খোকা…আমার খোকা। শোননি পুলিশ জুলুম করেছে। রক্তে পথ ভাসিয়ে দিয়েছে। তুমি….তুমি শোননি রাঙা বাবু ?

অলক—শেখর ?

দয়াল—সেই লালের হোলিতে খোকাও আমার লুকিয়েছে। পথে পথে খুঁজ্‌ছি কোথাও তার সাড়া মিল্‌ছেনা। যার কাছে বলি সে-ই মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়।

অলক—That's the law of the world. সুযোগের খাতির সবাই করে,—কি বলেন কাকু ?

কানাই—নিশ্চয়…নিশ্চয়….

দয়াল—কে ?

কানাই—আমি গো বুড়ো আমি….বলি মাথাটাতো খেয়েছো—এখন এমনি দোরে দোরে মাথা ঠুকে চল্‌লে—ক'দিন টিক্‌বে ?

দয়াল—কে (কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে) ও…এখানেও সেই কাল সাপ ? তুমিইনা সেবার আমার শেখরকে বাঁধিয়ে দিয়েছিলে ? স্বরাজ ভবনটা আগুণে পুড়িয়ে দিয়েছিলে ? এখানেও তোমার আড্ডা ?

কানাই—চুপ্‌ বেয়াদপ্‌…

দয়াল—জিহ্বা ছিড়ে ফেল্‌বে ? কিন্তু তবুও এদেশের ঘরে ঘরে

আমি তোমার রূপকে প্রকাশ করে দিয়ে যাবো। রাস্তার লোককে ডেকে বল্‌বো—এ কাল সাপকে তোরা বিশ্বেস করিস্‌নে কোনদিন। সুযোগ পেলেই ছোবল মার্‌বে।

কানাই—অলক—

অলক—Let him go. চল্‌তে দিন।

দয়াল—সত্যি কথা বলি—তাই আমার মাথা খারাপ....। হবেও বা। ..সেদিনের দাগ ক'টাতো আজও মুছে যায়নি কানাই চাটুজ্জে। পুলিশের দলে ভিড়ে...সেদিন তুমি দেশের ছেলেদের সর্ব্বনাশ করেছিলে...বেইমানি করেছিলে। আমি বল্‌তে গিয়েছিলুম—চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলে দিয়েছিলে। কিন্তু আজ তোমার বিচার হবে।

কানাই—কে কর্‌বে শুনি ?

দয়াল—আমার এ সোনার দেশের ভাই বোনেরা—যাদের ঘরে ঘরে তোমরা আগুন জ্বেলেছো—পুড়িয়ে মেরেছো সেখানকার জীব-গুলিকে। তারা কি চিরকাল তা' সইবে ? মাথার উপরওতো ভগবান রয়েছেন—

অলক—Dam your ভগবান। ভগবান নেই। সে একটা স্বপ্ন। সেকালের লোকগুলির কাজ ছিল না—তাই তারা দেখেছে ভগবানের স্বপ্ন। আজ হাওয়া বদ্‌লেছে—তাই এতো ভাতের আকুলতা—। সেদিনের ভগবানের নেশা আজ ভাতের উপর এসে চেপেছে—Beautiful Idea.

দয়াল – রাঙা বাবু !

অলক—লাগ্‌ছে দয়াল ? লাগ্‌বেওবা। কারণ বিষ খেতে খেতে এ-জিহ্বায়ও বিষ জমে গেছে। নার্‌তে গেলেই তা' ঝল্‌কে পড়ে—Teaching of the day—যুগের শিক্ষা।

দয়াল –তা' হবে ...। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কিন্তু তুমি ও কাল সাপকে বিশ্বেস করোনা রাঙা বাবু...কামড়িয়ে খাবে....কামড়িবে খাবে।

কানাই—তুমি বেরোও....

দয়াল—তা' যাবো নিশ্চয়। আমার খোকাকে খুঁজতে হ'বে। আমি যে এক জোড়া জলভরা চোখকে আশ্বাস দিয়েছিলুম ওকে দেখ্‌বো বলে। আমি যে মন দিয়ে ভালো বেসেছিলুম ওকে মানুষ কর্‌বো বলে। তাই আমায় বেরোতেই হ'বে। এ দেশের প্রতি ধূলি-কণাকে জিজ্ঞেস কর্‌বো আমার খোকার কথা—প্রতিটি ফুলের বুকে নুইয়ে পড়ে শুধাবো আমার খোকার মঙ্গলের কথা। কিন্তু তুমি কাল সাপ...

কানাই—তুমি বেরোও (গলা ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল দয়ালকে—হঠাৎ অলক মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল্‌লে)

অলক—আগুন নেবাতে হ'বে। I mean extinguish your fire.

কানাই—তুমি কি আমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষ হজম কর্‌তে বলো ?

অলক—ততখানি অধিকার নেই। তবে কি জানেন—তাও সইতে হ'বে। আমি কান পেতে শুনেছি পৃথিবীর পায়ের ধ্বনি। এর অভিযান আরম্ভ হয়েছে এক নূতন আলোর রাজ্যে—যেখানে

আমি, আপনি, দয়াল সব হ'বো আমরা এক শ্রেণীর জীব। আজকের লাল চোখ সেদিন একেবারে সাদা হ'য়ে পড়্‌বে। আজ থেকে তার মহড়া আরম্ভ কর্‌তে হ'বে—তাতেই বল্‌ছি····

কানাই—অলক !

অলক—কান পেতে শুনুন। কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন? বুঝ্‌তে পার্‌ছেন ঐ দয়ালের হৃদ্‌পিণ্ডের ভাষাটা? আমি মদ খাই—তবুও বুঝি সব—সব বুঝি···

দয়াল—তোমার ও হাত খসে পড়্‌বে কানাই চাটুজ্জে। কি বল্‌বো—খোকা আমার এ বুকটা ভেঙে দিয়ে গেছে—তাই বেঁচে গেলে তুমি—নইলে তোমার ঐ জীর্ণ হাড়কটা এতক্ষণ গুঁড়িয়ে দিতুম—

অলক—Please depart. অনুগ্রহ ক'রে এসো।

দয়াল—আমি যাবো রাঙা বাবু—ঠিক যাবো। কে জানে খোকা আমায় কোথায় ডাক্‌ছে—আমি পথে পথে ওকে খুঁজে বেড়াবো। কিন্তু সাবধান রাঙাবাবু—তুমি ও কাল সাপকে কোনদিন বিশ্বাস করোনা (দয়াল চলে গেলো)

অলক—Tragic end of a man's life. মর্ম্মান্তিক পরিণতি। এইতো জীবন। সুন্দর···রমণীয়···

কানাই—তা হ'লে তুমি রাজী নও অলক !

অলক—কি ?

কানাই—ও সম্পত্তিটা।

অলক—শতবার। পয়সা আস্‌বে ঘরে···ফেঁপে উঠবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—অস্বীকার কর্‌তে পারি তা? কেউ পারে না আজ্‌কের যুগে···

কানাই—তাইতো এসেছি বাবাজী জানি কখনো তুমি পিছ্‌পা হবে না—নরহরির রক্ত যে তোমাতেও সঞ্চালিত হচ্ছে।

অলক—নিশ্চয়....রাক্ষসের ছেলে রাক্ষস হ'বেই। বাবা যদি হাজার লোকের রক্ত চুষে থাকেন আমি চুষবো লাখো লোকের। বাবা যদি একটা ঘরে আগুন লাগিয়ে থাকেন—আমি লাগাবো—পাঁচটা ঘরে। বংশ মর্য্যাদা রাখ্‌তে হ'বেতো—।

কানাই—তুমি ঠাট্টা কর্‌ছো অলক ?

অলক—বক্‌তে বক্‌তে জিহ্বাটা হাল্কা হ'য়ে গেছে। কথাগুলো ফস্‌কে যায় হঠাৎ। তা আপনি ভাব্‌বেন না কিছু—আমি সব manage ক'রে নেবো (পানপাত্র বার করে) excuse me. নেশাটা একটু বেশী করে ফেলেছি কিনা—তাই বুকটাকে একটু ঝালিয়ে নিতে হয়।

কানাই—তা' খাবে খাও। তাতে অতো লজ্জার কি আছে। তোমরা তো বাবাজী—সবে পথে নেমেছো। একদিন ছিল মানে আমরা একদিন ঐ কারণচক্রে বালুর চরে গড়াগড়ি যেতাম। পৃথিবীটা সেদিন স্বপ্ন বলেই মনে হ'তো। সাম্‌নে ছিল রঙের দিগন্ত—তার উপর কল্পনার পাখনা মেলে দিব্যি উড়ে বেড়াতাম। আজ দিন বদলেছে—যাক সে কথা—রাম রাম রাম.........

তা হ'লে কথাটা ঠিক রইলো কেমন ?

অলক—নিশ্চয়।

কানাই—শেষে পিছ্‌পা হবে নাতো ?

অলক—টাকা…টাকা….। ও হ'লে সব কিছু করতে পারি কাকু—। এ সংসারটাকে আগুন জেলে পুড়িয়ে দিতে পারি। Money better than honey sweeter than anything.

কানাই—তা হ'লে (মাথা চুলকালো)

অলক—Oh yes.

(ড্রয়ার থেকে একটা Moneybag বার ক'রে একশ' টাকার একখানা নোট হাতে দিল। তারপর বললো)

আপাততঃ এ একশ'। তারপর অনেক কিছু মিলবে।

কানাই—তাতো নিশ্চয়…তাতো নিশ্চয়—। মনের টান কি এরই মধ্যে শেষ হ'য়ে যেতে পারে ?

(নোটখানা দেখতে দেখতে চলে গেলো)

অলক—(উদাসীন ভাবে) টাকা চাই…এ রায় বংশের প্রায়শ্চিত্তের জন্য চাই আরও টাকা। নেমে যেতে চাই—আরও গভীরে—কদর্য্যতার….পঙ্কীলতার শেষ প্রান্তে (মদ খেয়ে একখানা ফটো তুলে নিল) তুমি….I mean তুমি লাল চোখে শাসাচ্ছো বাবা ? কি করবো আমার দোষ নেই—। লক্ষ লোকের মর্ম্মভেদী অভিশাপ আজ আমায় অমানুষ করে তুলেছে। তোমার লোভের আমি বিকট বিগ্রহ। চমৎকার।

(আবার মদ খেলো। পরদা নেমে এলো)

—তিন—

(শেখরদের বাড়ীর এক পার্শ্ব। কাটার বেড়া দেওয়া। অন্ধকার রাত। দয়াল চুপে চুপে বেড়া ভাঙ্‌ছিল। একটু শব্দ হতেই ফিরে তাকায় এমনি সন্ত্রস্ততার ভাব। হঠাৎ "কোন হ্যায়" বলে পুলিশ লছ্‌মন সিং প্রবেশ করলো। চোরের মত দয়াল দাঁড়িয়ে রইলো।)

লছমন—তুমি সেই বুড়ো ?

(দয়াল কথা বলতে পারলো না)

বার বার তোমায় নিষেধ কর্‌ছি তবু এ বাড়ীতে ঢুকবে ?

দয়াল—সিপাইজী

লছমন—ও জলে তো আর গভমেণ্টের আইন ভেসে যাবে না বুড়ো ওর একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। তুমি ফিরে যাও—

দয়াল—সিপাইজী

দয়াল—যাও

দয়াল—তুমি আমায় দাও সিপাইজী। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করবো। এ পৃথিবীতে কেউ কোন দিন এমনি আশীর্ব্বাদ করেনি—তুমি স্বাধীন ভারতের শান্তি রক্ষক হবে—এ গোলামী চাপরাশ তোমায় বইতে হবে না আর।

লছমন—চুপরও জানো আমি পুলিশ ?

দয়াল—তুমি আমার দেশের লোক। ওদের টাকায় তুমি তোমা

মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিওনা সিপাইজী। ওযে ভগবানের দেওয়া দান- তার এমনি করে অবমাননা করোনা।

লছমন—বুড়ো—

দয়াল—ও গোলামীর চাপবাশ খুলে রেখে তুমি আমায় শাসন কর সিপাইজী—আমি সইবো—সব সইবো- কিন্তু....

লছমন—আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না—তুমি যাবে কিনা ?

দয়াল—আমি আমি যাবো যাবো (একদৃষ্টে তাকিয়ে চলে গেলো— পেছনে লছ্মন ও প্রস্থান করলো। অন্য দিক দিয়ে এলো স্বপন ও মলয়—হাতে তাদের জাতীয় পতাকা।)

স্বপন—কি অন্ধকার দেখ্ছিস মলয়।

মলয়—এ দেশের সূর্য্যি যে ডুবে গেছে স্বপন তাইতো এত অন্ধকার।

স্বপন—নারে না—আমাদের কর্ত্তব্যের পথকে সহজ করবার জন্য ভগবান আজকে এ আঁধার ঢেলে দিয়েছেন। সত্যের তিনি যে চির সহায় ! আয়....আমায় লক্ষ্য করে এগিয়ে আয়।

মলয়—আচ্ছা স্বপন

স্বপন—কিরে ?

মলয়—শেখরদার জন্মদিনে তার বাড়ীতে এমনি চোরের মত জাতীয় পতাকা তুল্বি ?

স্বপন—তা ছাড়া যে উপায় নেই ভাই।

মলয়—তুই বরং ফিরে চল্ স্বপন—শেখরদার বাড়ী শূন্য পড়ে থাক্ তবুও আমরা জাতীয় পতাকার অমর্য্যাদা কর্ত্তে পার্ব্বোনা। যার সম্মান

রক্ষার জন্য হাজার হাজার আজাদী সৈন্য মনিপুর আর কোহিমার জঙ্গলে প্রাণ দিয়েছে—যাকে উড্ডীন রাখবার জন্য লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান আত্মবলি দিয়েছে....নির্য্যাতন সয়েছে—তাকে তুই এমনি করে ওদের হাতে স'পে দিবি ? না—তুই ফিরে চল্ স্বপন—শেখরদার মূর্ত্তির পাশে বসে আমরা মাপ চাইবো—বলবো "শেখরদা তোমার সম্মান আমরা রাখতে পাল্লুমনা—তুমি আমাদের ক্ষমা করো।"

স্বপন—ছিঃ মলয় এতটা ভাবপ্রবণ হলে কি আর চলে ভাই—এ নিশান আজ তুল্তেই হবে। ওদের সামনে প্রকাশ করতে হবে আমাদের দাবীকে। শেখরদার বাড়ী আজ আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, যেমন মতিলালের আনন্দভবন। ওকে যেমন করেই হোক বিদেশী-দের গ্রাস থেকে রক্ষা কর্ত্তে হবে।

মলয়—তাই-ই যদি হয় তবে চল না স্বপন—আমরা প্রকাশ্য দিনের আলোকে তা প্রকাশ করি। আমাদের সমবেত কণ্ঠের দাবীতে আকাশ উঠুক মুখর হ'য়ে—ছাপিয়ে যাক্ নদীর কুলুকুলু ধ্বনি—পৃথিবী জানুক ভারতের মাটিতে অধিকার সচেতন, জাগ্রত গণ-দেবতার অভ্যুদয় হয়েছে—

স্বপন—তারই যে ব্যবস্থা চল্ছে ভাই। রাতের অন্ধকারে আজ যার প্রস্তুতি। আরম্ভ হয়েছে—দিনের আলোতে কাল তা আত্ম-প্রকাশ করবে। আমাদের দাবীতে কেঁপে উঠবে সেদিন বিদেশীদের ঐ রাজ-সিংহাসনটা। দিল্লী আমাদের ইসারা দিচ্ছে—লালকেল্লা

আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে—আমাদের রক্ত দিয়ে অভিষিক্ত করতে হবে সেই চলার পথকে। তাই আজকে আবার নতুন করে তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে।

মলয়—তবে তারই ব্যবস্থা কর স্বপন—এ লুকিয়ে চলা মোটেই আমার পছন্দ হয় না। কিসের ভয়—ভয়কে জয় করেই না স্বাধীনতার স্বর্ণদুয়ার খুলতে হবে ?

স্বপন—ধীরে বন্ধু ধীরে,—

ঊর্দ্ধে উড়িছে কোমি নিশান
বক্ষে মুখর কালবিষাণ
আয়রে শ্রমিক আয় কৃষাণ
'মরণ আহবে' আয়।

এর ডাক সবে পড়েছে—আজাদী সেনার বুকের রক্ত মণিপুরে প্রতিটি শৈল শিলায় তা লিখে গেছে। সূর্য্য উঠ্‌ছে—সূর্য্য উঠছে আয় রাত অনেক হলো (চলে গেলো তারা। ধীরে ধীরে প্রবে করল—কানাই চাটুজ্জ্যে আর নৃপেন দত্ত। নৃপেনবাবু থানা দারোগা। উদাসীনের প্রায়)

কানাই—একটু পা চালিয়ে নৃপেনবাবু—শিকার সামনেই, দেখবেন যে ফস্‌কে না যায়।

নৃপেন—তা যাবে না মিঃ চ্যাটার্জ্জি—লাভ আপনার ষোল আনাই হবে এক একটি গ্রেপ্তারের বিনিময়ে ৫০টী করে চকচকে টাকা নিশ্চ

আপনার পকেটে নাচবে। দেশের রক্ত আপনার ভাণ্ডারে এসেই জমবে—তার জন্যে চিন্তা কি ?

কানাই—কোন চিন্তাই থাকৃত না—কিন্তু—

নৃপেন—কিন্তু—

কানাই—কিন্তু আপনি যেন দিন দিন একটু কেমন হয়ে উঠ্ছেন—আপনার দিকে চাইলে মনে হয়।

নৃপেন - বলুন—

কানাই—আপনি যেন আজাদী সৈন্য হয়ে উঠেছেন—

নৃপেন—(একটু হাস্লো) হ্যাঁ—আজাদী সৈন্য হয়ে—আজাদীদের ধরবার জন্যই ফাঁদ্ পেতে বসে রয়েছি—মানে মীরজাফর।

কানাই—না ও কথা বল্বেন না স্যার—তবে একটু কেমন কেমন—

নৃপেন—দেশের ডাক মিঃ চ্যাটার্জ্জি দেশের ডাক। টাকার মোহে ডুবে থাকলেও মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন অনুভব করি—আমি যখন ওদের ধরবার জন্য পিছু ছুটি তখন আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ চাটুজ্জ্যে ?

কানাই—বলুন—

নৃপেন—বললে আপনি বুঝবেন কিনা জানিনা—তবে এটা আমার জীবনের ধ্রুব সত্য কথা। আমার মনে হয়—ওদের গ্রেপ্তারে উন্মুখ হাত দুটো ধরে আমার—পরলোকবাসী মা জলভরা চোখে বলেন—ওরে ওঁদের বেঁধে তুই এদেশের নিপীড়িত জননীদের পা

দুটো আরও দৃঢ় করে বাঁধতে যাসনি বাছা ! ওরা যে তা ভাঙতে এগিয়েছে। (নৃপেনবাবু চুপ করলো)

কানাই--ও কিছু নয় স্যার—ও কিছু নয়—ও একটা মনের দুর্ব্বলতা— 'দুষ্টকে দমন করতে হবে' এ যে শাস্ত্রীয় বিধি। মনে আছে ত' স্যার কুরুক্ষেত্র মহারণে মোহাবিষ্ট পার্থকে লক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছিলেন। এ দুর্ব্বলতা স্যার—নিছক দুর্ব্বলতা।

নৃপেন—থাক সে কথা—আচ্ছা টিপটা শেখরের নয়—ওটা ওরা জাল করেছে। এবিষয়ে আপনি স্থির সঙ্কল্প ?

কানাই—নিশ্চয়ই—ও শেখরেরর হতেই পারে না। ওরা তা জাল করেছে। শেখরের আঙ্গুল ছিল ইয়া মোটা মোটা—হ্যাঁ ছোড়াটা চেহারা বাগিয়েছিল বটে ! তার হবে কিনা ঐ টিপ ? ঘোড়ার ডিম কোন কালে সম্ভব হলেও ওটি হতেই পারে না স্যার।

নৃপেন—তা—যাক্—তবে--

কানাই—এ তবের মধ্যে কিছু নেই স্যার। এ জলবৎ তরলং অর্থাৎ কিনা শেখরের সম্পর্কীয় ভাই শ্রীযুক্ত অলককুমার রায় প্রতারণার অভিযোগ এনেছে ঐ ছোড়াগুলোর বিরুদ্ধে। কোর্টে তার ঠিক ঠিক প্রমাণ হয়ে যাবে। আর তার ওপরও ত' point রয়েছে স্যার। সাধারণ কাগজ তার ওপর আবার রক্তের টিপ। এ ছল চাতুরী কি আর এ যুগে চলে ?

নৃপেন—কিন্তু যদি জনসাধারণ ওদের সহায় হয়ে দাঁড়ায়।

কানাই—সে এক অসম্ভব কল্পনা স্যার। সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাদের ঘরে

ওরা আগুন লাগিয়েছে তারা কিনা যেয়ে দাঁড়াবে ওদের সহায় হ'য়ে? এই ধরুন না গত আকালের কথাটা—ওটা ত ওদেরই লাফালাফির ফল। নইলে কি অভাব ছিল স্যার আমাদের। পুকুর ভরা মাছ ছিল—গোলাভরা ধান—মাঠে মাঠে লক্ষ্মী হাস্‌তো—আর আজ সব শ্মশান। এ সর্ব্বনাশ কে করলে—ওরা··ওরা—।
আর জনসাধারণ যাচ্ছে—ওদের পক্ষে? রাম, রাম, রাম—।

নৃপেন—আর কমল গাঁয়ের ডাকাতিটা তাহলে ওরাই—

কানাই—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই স্যার—নইলে এত বাহাদুরী কিসের? সেদিন রতন চৌধুরীকে দেখেছি মাথার ঘাম পায় ফেলে পয়সা কামাতে। আর আজ তার ছেলে স্বপন—যেন হাওয়ায় ভাসা ফুল। সব কিছুর উপর দিয়েই উড়ে চলে। আপনি জানেন না স্যার। অ্যানার্কিষ্ট দলের সাথে ওদের সংযোগ রয়েছে।
অনেক বোমা আর পিস্তল সংগ্রহ করেছে, আর যত অপকীর্ত্তি সব কিছুর মূল হ'লো ওরা।

নৃপেন—হুঁ—(চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন)

কানাই—শুধু হুঁ নয় স্যার। চট্‌পট্‌ বেঁধে ফেলুন দেখবেন আবার শান্তির রাজ্য ফিরে এসেছে।

নৃপেন—কানাই বাবু!

কানাই—আপনি অমন করে তাকাবেন না স্যার—আমার বুকটা যেন কেমন করে উঠে।

নৃপেন—না—বিশেষ কিছু নয়, তবে একটা কথা—আপনাদের মতো

মহৎ ব্যক্তি যে কোন শ্রেণীর শাসকদের পক্ষে অতীব লোভনীয় বস্তু। সুসজ্জিত দুর্গের চেয়েও আপনারা মূল্যবান পদার্থ। কলকাতা আর চন্দননগরের দুর্গ সে দিন ইংরেজদের যতখানি সাহস দিয়েছিল—তার চাইতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল মীরজাফরের সাহচর্য্য—আমি পুলিশ অফিসার—আপনাকে বলবার অবশ্যি আমার কিছু নেই—কেননা টাকার কাছে মনুষ্যত্বকে আমারও বিকিয়ে দিতে হয়েছে। বাস্তবিকই আমরা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বস্তু।

কানাই—আপনার যদি কোন অসুবিধা হয়ে থাকে স্যার তাহ'লে আপনি যান, রহিমুল্লা সাহেবকে বরং—

নৃপেন—না—আমিই পারবো, কসাই যখন হয়েছি তখন ছাল ছাড়াতে আর লজ্জা কি ?

আপনি আসুন। Come on.

(প্রস্থান)

—চার—

(ছোট্ট হল ঘর। জাতীয় পতাকা সজ্জিত। টেবিলের উপর শেখরের প্রতিচ্ছবি স্থাপিত। শেখরের জন্মদিনে সভা হচ্ছে। স্বপন সভাপতি। একজন গান গাইছিল।)

হে বিজয়ী বীর !
ফিরে এসো, এসো ফিরে
তোমার আসার বন্দন গাই আকুল নয়ন নীরে।
যে আশা তোমার হয়নি সফল
ধূলায় ঝরেছে সোনার ফসল
(ফোটে) সেই সে আশার রক্তপলাশ মহাভারতের তীরে ॥
আজ ধরণীর বুকের বীণায় সেগান উঠেছে বাজি'
ঘর ছাড়ানোর ডাক দিয়ে যায় গহীন গাঙের মাঝি।
নূতন আলো আজ ফুলে ফুলে
তোমার ছোঁয়াচ রেখে গেলো ভুলে—
তোমার স্বপন দোলে আজ ওগো ব্যাকুল সিন্ধু-নীরে ॥

(গান শেষ হলো। শ্রোতারা হাততালি দিয়ে উঠলো, তখন অশোক দাঁড়িয়ে বললো)।

অশোক—বন্ধুগণ আজ আমাদের অশ্রু অর্ঘ্য নিবেদনের দিন—আনন্দের দিন নয়। আজ আমাদের স্মৃতি পূজার দিন-হাসবার দিন

নয়। তাই হাততালিতে বাহবা না দিয়ে মৌনভাবে কৃতজ্ঞত প্রকাশকেই আমি শ্রেষ্ঠতর মনে করি।

জনৈক ব্যক্তি—ঠিক বলেছো ভাই ঠিক বলেছো।

২য় ব্যক্তি—শেখরের স্মৃতির পায়ে আমরা অশ্রুজলই নিবেদন করতে চাই।

মলয়—(উঠে দাঁড়ালো) মাননীয় সভাপতি—উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও আমার সোনার দেশের বন্ধুগণ;

আজ আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা বল্‌বো ব'লে মনে করেছি, কিন্তু বেদনায় আবেগে আমার গলাটি ক্রমেই চেপে আসছে—তবুও আমার মনের কথাকটি আপনাদের দরবারে হাজির করতে চাই। আজ যাঁর স্মৃতিকে স্মরণ করবার জন্য এখানে আমরা মিলিত হয়েছি, কয়েক মাস আগেও ছিলেন তিনি আমাদের মাঝখানে। কয়েক মাস আগেও তিনি স্বাধীনতার পতাকাকে ঊর্দ্ধে উড়িয়ে এগিয়ে চলেছিলেন পুরোভাগে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় আক্রোশ তাঁকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে—দেশের কল্যাণ কামনা করে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি গুলির আঘাত। এটা একদিনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদলের নগ্ন লোভ ইতিহাসের রাজ পথকে আরও বহুবার রক্তরাঙা করেছে। ক্ষুদিরাম, কানাই লালের জীবন দান—গোপীনাথ আর সূর্য্য সেনের আত্মবলি আজও আমরা ভুলিনি—ভুলিনি সেই সব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কথা—গুলির মুখে

আর ফাঁসির মঞ্চে···কারাগারে আর দীপান্তরের অন্ধ কুঠরিতে যাঁরা জীবনের জয়গান ক'রে গেছেন। পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে যতবার এই আন্তর্জ্জাতিক ডাকাতির প্রতিবাদ উঠেছে—ততবারই এই সাম্রাজ্যবাদীর দল মারমুখী হ'য়ে শ্যামলা পৃথিবীকে করেছে রক্তস্নাতা। এরাই ডেকে এনেছে দুর্ভিক্ষ গণ-চেতনাকে চূর্ণ করবার জন্য—এদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হ'য়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড—ন্যায়ের দাবীকে পিষে মারবার মতলবে—। রূপনগরের মাটির পথেও দেখলাম আমরা সেই হিংস্রতারই পুনরাভিনয়। এদের উন্মত্ততাই অকালে ছিনিয়ে নিলো আমাদের শেখরদাকে—। শুধু এখানেই শেষ নয়—। যাবার বেলায় তিনি যে—সম্পত্তি দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করে গেছেন তার উপরও পড়েছে তাদের লোলুপ দৃষ্টি। আমরা তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছি বলে আমরাও তাদের কথায় জালিয়াৎ—ডাকাত। আমাদের ধরবার জন্য এসেছে পরোয়ানা—অপরাধ সত্য কথা বলেছি।

(নৃপেন দত্ত ও লছমন সিংএর প্রবেশ)

নৃপেন—সত্যি কথা অনেক সময় তিক্ত বলে মনে হয় মলয় বাবু।

মলয়—আপনি ?

নৃপেন—হ্যাঁ আমি। আমি এলাম আপনাদের সত্যিকার বন্ধুপ্রীতি দেখাবার সুযোগ দেবার জন্য—যা আসবে দুঃখ আর নির্য্যাতনের মধ্য দিয়ে

মলয়—সেজন্য আমরা প্রস্তুত হয়েই রয়েছি দারোগা বাবু।

নৃপেন—আমি জানি। কেননা সংগ্রামক্ষেত্রে দেশভক্ত হয়ে উঠে পৃথিবীর চেয়েও সহ্যশীল। আর এই সহ্যগুণই শেষ পর্য্যন্ত তাদের কণ্ঠে জয়ের মাল্য পড়িয়ে দেয়। তা আপাততঃ সভাটা ভেঙে যাবার আদেশ দিন স্বপন বাবু।

স্বপন—তা আমি বল্‌তে পারি না।

নৃপেন—কেন ?

স্বপন—কারণ, আমি মনে করি, প্রতিপক্ষ থেকে তেমন বাধা না আসা পর্য্যন্ত তা ভেঙে দিলে আমাদের জাতীয় চরিত্রকেই অবমাননা করা হবে। তা ছাড়া জনসাধারণ যদি ইচ্ছে করে সরে যেতে না চায় তাহলে সেখানে আদেশ দেবার অধিকারও আমার নেই।

জনৈক ব্যক্তি—আমরা যাবো না। আপনি বলুন মলয় বাবু।

নৃপেন—যেতে হ'বে—লছমন সিং

(লছমন সিং জনসাধারণের দিকে এগিয়ে গেল. জনসাধারণ বিশৃঙ্খল ভাবে প্রস্থান করলো। নৃপেন বাবু মলয় আর স্বপনের দিকে এগিয়ে গেলেন—)

নৃপেন—আপনাদের আমি গ্রেপ্তার করলাম।

স্বপন—কেন ?

নৃপেন—আপনাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, আর ডাকাতির চার্জ্জ আছে বলে—এই দেখুন পরোয়ানা—।

(পরোয়ানা দেখালেন)

স্বপন—বেশ।—

নৃপেন -লছমন সিং—।

(লছমন সিং উভয়কে নিয়ে প্রস্থান করলো।

নৃপেন বাবু ইতস্ততঃ পায়চারি করতে লাগলেন—এমন সময় কাশতে কাশতে কানাই চাটুর্জ্জে প্রবেশ করলো। মুখে তার হাসি।)

কানাই—হ্যাঁ বলেছিনা স্যার আমার বুদ্ধি বাতাসে ঘোরে। ওরা কি আর লাগাম পাবে তার? কত রাজ্যি এলাম চরিয়ে—আর ওরা তো ওরা—

নৃপেন—সরে যান।

কানাই—স্যার—।

নৃপেন—চুপ। একটা কথাও শুন্‌তে চাই না—একটা কথা শুন্‌তে চাই না—।

কানাই—স্যার আমি।

নৃপেন—গুলি করবো—। (রিভলবার বার কর্‌লেন)

কানাই—তবু তো—

নৃপেন—গুলি করবো—। (রিভলবার উঠালেন)

বিশ্বাস আপনাদের কোন দিনই আমরা করিনা কানাই বাবু, কারণ আমরা জানি, বিশ্বাস করবার মতো উপাদান দিয়ে আপনাদের মন গঠিত হয়নি।

(ম্লান মুখে কানাই চাটুজ্জে চলে গেল—নৃপেন বাবু আবার ইতস্ততঃ পায়চারি করতে লাগলেন)

নৃপেন—অদ্ভুত মানুষ। নিজের স্বার্থটাকেই জীবনে সবচেয়ে বড় করে নিয়েছে। অদ্ভুত—অদ্ভুত।

(হঠাৎ বাইরে সমবেত কণ্ঠে, বন্দেমাতরম্ জয়-হিন্দ প্রভৃতি ধ্বনি)

ওকি! (চিন্তা করতে লাগলেন।

দৌড়ে লছমন সিং প্রবেশ করলো)

লছমন—সর্ব্বনাশ হয়েছে বড়ো বাবু—কতকগুলি লোক জোর করে বন্দী দুজনকে ছিনিয়ে নিল। আমি বাধা দিতে গেলুম—

নৃপেন—ওরা রুখে এলো। কেমন? হবেই তো লছমন—সাগরে যখন বাণ ডাকে—মাটির বাঁধন তখন তাকে আটকে রাখতে পারে না। এসো দেখা যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বাইরে থেকে গান ভেসে আসছিল হে বিজয়ী বীর.......... প্রভৃতি—। মুসলমান বেশধারী স্বপন আর মলয় প্রবেশ করলো)

মলয়—তোকে দেখে আমার কিন্তু সত্যি হাসি পাচ্ছে স্বপন—

স্বপন—কেন?—

মলয়—তুই যেন সত্যি একজন Turkey'র অধিবাসী হয়ে পরেছিস—বেশের যা ছিরি তাতে কিছুতেই তোকে স্বপন চৌধুরী ব'লে চিনবার উপায় নেই।

স্বপন—চিন্‌বে বলে কি আর রূপ নিয়েছিরে,—এ যে ওদের চোখে ধুলো দেবার জন্য। নেতাজী এমন বেশেই যে সীমান্ত পার হয়েছিলেন—। যাক, কিন্তু এখানে আবার কেন তোকে নিয়ে এলাম—তা তো জিজ্ঞেস করলিনে মলয় ?

মলয়—সত্যি ভুলে গেছি ভাই—ওদের হাত থেকে ছিটকে এসে—আবার এখানে আসা—সত্যি আমার খেয়াল বলে মনে হচ্ছে—।

স্বপন—হয়তো বা খেয়াল।—কিন্তু তুই ভুলে গেলি মলয়, আজকে জন্মদিনে শেখর দার পায়ের কাছে মাথা ছোঁয়াতে পারিনি—তার আদর্শকে রূপ দেবো—এই অটুট সংকল্প তাঁকে জানাতে পারিনি।

(বাইরে আবার গান আরম্ভ হ'লো—
হে বিজয়ী বীর— ... .)

আয় ঐ বিজয়ী বীরের পায়ের তলে মাথা রেখে আমরা তারই ভাষায় বলি—

দিল্লী চলো দিল্লী চলো
বাঁধন তারে ধুলায় দলো
মরণ তারে অমর করার মন্ত্র
রূপে গণি।

(ধীরে ধীরে উভয়ে শেখরের প্রতিমূর্ত্তির কাছে মাথা রাখলো। পর্দ্দা নেমে এলো)।

—পাঁচ—

(রাত হয়ে এসেছে। চারিদিক অন্ধকার। অতি সন্তর্পণে স্বপন একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। তখনও মুসলমানের পোষাক পরা। এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপি চুপি ডাক দিল; কাজল, কাজল। কাজল পড়ছিল

Tell me not in mournful number
Life is but an empty dream.

কাজল, কাজল—

ভেতর থেকে কাজল—কে ?)

স্বপন—আমিরে, আমি। দোরটা একবার খুলবি ভাই ?
হিমে যে জমে গেলুম।

(ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। মুসলমান বেশধারী স্বপনকে দেখে কাজল চম্‌কে উঠলো)

স্বপন—ভয় নেইরে, আমি তোর স্বপনদা

কাজল—স্বপন দা !

স্বপ—হ্যাঁরে হ্যা। আমি তোর সেই রূপনগরের সোনার স্বপন দা। যাচ্ছিলাম এই পথ ধরে। ভাবলাম তোর কাছে কটি জিনিষ রেখে যাই।

কাজল—কিন্তু এ বেশ—

রক্তের টিপ

স্বপন—এ বেশ ছাড়া যে আমাদের উপাই নেই ভাই, তুই তো জানিস্ এ—যাযাবর পা দুটিকে বাঁধবার জন্য—কত শেকল ঝন্ ঝন্ করছে।

কাজল তুমি তো চোর নও স্বপন দা—কেন তোমায় তবুও বাঁধবে—কি তোমার অপরাধ ?

স্বপন—অপরাধ ? অপরাধ আমি আমার 'দেশকে ভালোবাসি। এর প্রতি রেণুকে আমি আমার রক্তের সাথে জড়িয়ে নিয়েছি। দেশ যাদের দেশ নয়—কারাগার—তাদেরকে যে এমনি করে ফিরতে হয় কাজল, এমনি তাদের বাঁচা মরার সাথে বোঝাবুঝি।

কাজল—দেশকে ভালবাসা অপরাধ ? কেন ওরা কি ওদের দেশকে ভালবাসেনা স্বপনদা ? আমি তো শেক্সপিয়ারের কবিতায় পড়েছি—

স্বপন—খুব বাসে, সবটুকু অন্তর দিয়ে বাসে। ওদের নদীকে ওরা মনে করে বুকের রক্তস্রোত। মাঠের শস্যকে ভাবে রাতের স্বপ্ন—দেশের হাওয়ার স্পর্শ যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ—

কাজল—কিন্তু তবু ওরা এমন করে ?

স্বপন—কারণ আমরা ওরা নয়। আমাদের সৌভাগ্যে ওদের ধন-ভাণ্ডার ভরে উঠে না—।

আমাদের আলোর আভা ওদের গর্ব্বের প্রদীপ শিখাকে ম্লান করে দেয়। কাজল !

কাজল—স্বপনদা।

স্বপন—পারবি ভাই একগলায় বলতে—"আমরা বাঁচতে চাই—আমরা বাঁচবো। পারবি সেই রাজপুতনার বুকের মাণিক বীর পুত্তের মতো ছুটতে—নিজেদের জন্মগত অধিকারকে ফিরিয়ে আনার জন্য—? পারবি ?

(আবেগে কাজলকে জড়িলে ধরল
কাজল স্বপনকে প্রণাম করলো)

কাজল—তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর স্বপন দা

(বাইরে বুটের শব্দ শোনা গেল)

স্বপন—কারা যেন পিছু নিয়েছে। আর তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয় কাজল। ভেতরে চল—

কাজল—তুমি তাই চলো স্বপনদা। তোমায় আমি আজ সহজে ছাড়ছি নে। অনেক কথা শুনবো তোমার কাছ থেকে—তোমায় আমি এই কচি বুক দিয়ে জড়িয়ে রাখবো। বাইরের ষড়যন্ত্র তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না।

(ভেতরে চলে গেলো। দরজা বন্ধ হয়ে এলো। প্রবেশ করলো নৃপেন দত্ত আর লছমন সিং—)

নৃপেন—কেমন শীত পড়েছে লছমন ?

লছমন—ভীষণ শীত বাবু। কয়েক বছরের মধ্যে এমন আর দেখিনি—রক্ত যেন জমে আসছে—

নৃপেন—জমবারই কথা। আজকের শীত দেখে অনেকদিন আগের

রক্তের টিপ

একটা কথা মনে পড়লো। বোধ হয় বছর বারো আগের। আচ্ছা লছমন আজ কি তিথি বল্‌তে পারিস্ ?

লছমন - বোধ হয় কৃষ্ণাষ্টমী, যে অন্ধকার।

নৃপেন—অন্ধকারই বটে অথচ সুন্দর। আমাদের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে অন্ধকারের রূপের কথা পড়েছি—আজ আবার তা নূতন করে দেখ্‌লাম।

লছমন—হ্যাঁ বাবু—সত্যি সুন্দর। এক একটা গাছ ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। তারা ভরা আকাশটাকে নীলাম্বরীর মতো মনে হয়।

নৃপেন—তোর দেখি কবি প্রাণ রয়েছে লছমন—বাস্তবিকই তোর মধ্যে জীবনের ধারা আজও বেগবান—। অথচ আমার মধ্যে তা মরে গেছে। কবিতা পড়েছিস্ কোনদিন ?

লছমন—একটু একটু পড়েছি বাবু। দেশে থাক্‌তে সন্ধ্যে বেলায় মাঝে মাঝে তুলসী দাসের রামায়ণখানা খুলে বস্‌তাম—বড় ভাল লাগতো—

নৃপেন—চমৎকার বই—। তোর দেশ কোন্ জেলায় ?

লছমন—মুঙ্গের জেলায়। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বাবু।

নৃপেন—বল্

লছমন—আপনি যেন আজ একটু উদাসীন হ'য়ে উঠছেন—কথায় কোন মিল নেই—

নৃপেন—বুঝতে পেরেছিস ?—উদাসীন আমি চিরদিনই—শুধু কোন

একটা উদ্দেশ্যের জন্যে এখানে পড়ে রয়েছি। মুঙ্গের জেলায় তোর বাড়ী ?

লছমন—হ্যাঁ

নৃপেন—তবে তো তুই বীর দেশের ছেলে লছমন। অথচ সে বীর-সিংহ তোরই মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে। আগষ্ট আন্দোলনের কথা জান্‌তিস্ ?

লছমন—খুব জানি—কারণ তার ডাক আমার ঘরে এসেও পৌঁচেছে—

নৃপেন—কেমন ?

লছমন—আমার দুই ভাই-এর বুকের রক্তে মুঙ্গেরের মাটি লাল হ'য়ে রয়েছে।

নৃপেন—লছমন !—(আবেগে লছমনকে জড়িয়ে ধরলো—কতকক্ষণ পরে আবার হাত দুটি নামিয়ে নিয়ে) আচ্ছা তুই গান জানিস্ ?

লছমন—না—

নৃপেন—জানাটা ভালো। কারণ গানের ভেতর এমন একটা সম্মোহণী শক্তি রয়েছে যা মানুষকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। আমার এক বন্ধু গাইতো গান। বেশ বেশ ছিল তার গলা। আমি সব কিছু ভুলে যেতাম।

লছমন—গাইবো গান বাবু !

নৃপেন—জানিস্ !

লছমন—একটু একটু অভ্যেস ছিল—অনেকদিন আগে।

কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুসীকে গীত গায়ে জা।
য়হ জিন্দেগী হৈ কৌমকী
তো কৌমপে লুটায়ে জা॥

তু শের-এ হিন্দ আগে বঢ়
মরণ সে ফির ভী তূণ ডর,
আসমান তক উঠাকে সর,
জোশ-এ বতন বঢ়ায়ে জা॥

তেরী হিম্মত বঢ়তী রহে
খুদা তেরী স্থনতা রহে।
জো সামনে তেরে চঢ়ে
তো খাকমে মিলায়ে জা॥

নৃপেন—লছমন!

লছমন—বুকটাকে চেপে রাখ্‌তে পারলুমনা বাবু!

নৃপেন—জানিস্‌ ও কাদের গান?

লছমন—জানি—তারা যে আমার মনে এসেও বাসা নিয়েছে। আমার স্নেহের গিরিধারী যে তাদের ডাকেই মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে—আর....আর আমি তাদের জানবোনা?

নৃপেন—তারা যে বিদ্রোহী।

লছমন—বিদ্রোহী? কিন্তু সে বিদ্রোহ যে আমারও কাম্য বাবু। যে

বিদ্রোহ আজাদী এনে দেয়—তা যে আজ প্রতিটি ভারতবাসীর স্বপ্নের ধন হ'য়ে উঠেছে।

নৃপেন—লছমন! আমার মনের দুয়ারটা আজ খুলে দিয়েছিস্ তুই... আমার কথাটা আমার আগেই তুই বলে ফেল্‌লি।

লছমন—বাবু!

নৃপেন। হ্যাঁ (পকেট থেকে একটি ছবি বার করে) চিন্‌তে পারিস এ কার ছবি?

লছমন—আপনি বাবু?

নৃপেন—হ্যাঁ—সেদিনের ফেরারী নিখিল বোস। আজ যে নৃপেন দত্তে—রূপ নিয়েছে। বারো বছর আগে যে ছিল পুলিশের দিক শূল—আজ সে ছদ্ম বেশে পুলিশের মাঝেই আশ্রয় পেয়েছে—

লছমম—বাবু!

নৃপেন—সে দিন ছিলাম সন্ত্রাসবাদীদের পাণ্ডা। কত কল্পনা নিয়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছি। পুলিশের কবলে পড়ে কত দিন অশান্ত ধলেশ্বরীর বুক সাত্‌রে পার হয়েছি। আজ আছি দিব্যি আরামে নৃপেন দত্তে রূপ নিয়ে।

লছমন—তা হ'লে আমি যাই বাবু।

নৃপেন—কোথায়?

লছমন—গিরিধারীর ক্ষুধিত আত্মা আমায় ডাক দিয়ে বাবু এ—গোলামীর চাপরাশ আর বইতে পারছিনা—(পাগ্‌ড়ী খুলে—নৃপেন বাবুর পায়ের কাছে রাখ্‌লো)

নৃপেন—তুই কি আজাদী সৈন্য হবি লছমন ?

লছমন—আশীর্ব্বাদ করুন বাবুজী ! (নৃপেন বাবুকে প্রণাম করলো ও তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলো—! নৃপেন বাবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সে দিকে। চোখে তাঁর জল ঝরে পড়ছে)

নৃপেন—আমার মনুষ্যত্বে আঘাত হেনে লছমন আজ চলে গেলো। আমি যাকে আশ্রয় করে আজও এগিয়ে চলছি তারই বুকে আজ পদাঘাত করে লছমন চলে গেলো..........

(দোর খুলে স্বপন প্রবেশ করলো। পেছনে কাজল)

স্বপন—আমায় গ্রেপ্তার করুণ নৃপেন বাবু !

নৃপেন—কে—

স্বপন—আমি....আমি স্বপন চৌধুরী। আপনাদের অভিপ্রেত আসামী।

নৃপেন—আমায় মাপ করুণ স্বপন বাবু।

স্বপন—সে কি !

নৃপেন—আশ্চর্য্য হচ্ছেন ? এ আশ্চর্য্য হবারই কথা। কারণ কসাইএর চোখে জল দেখা দেবে এ যে কল্পনারও অতীত। কিন্তু রত্নাকরও তো—বাল্মীকিতে রূপ নিয়েছিল।

স্বপন—নৃপেন বাবু !

নৃপেন—আমার চোখের পরদা খুলে গেছে। আজ দেখেছি এতদিন যা অভিনয় করেছি তা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বপন—আমি ঐ জানলার পাশে বসে সব শুনেছি নৃপেন বাবু। আমি দেখেছি সেদিনের নিখিল বোস আবার আপনার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে।

নৃপেন—স্বপন বাবু!

স্বপন—আপনি আবার ফিরে আসুন মিঃ বোস্। আজকের দেশ যে—আপনাদেরই চাইছে। (পকেট থেকে জাতীয় পতাকা বার করে নৃপেন—বাবুর বুকে এঁটে দিল ও তার পর বল্‌লো) দেশের মাটির বুকে দেশভক্তের আবার নূতন করে অভিষেক হোক্।

নৃপেন—আমি যে পথ হারিয়ে ফেলেছি—

স্বপন—লক্ষ শহীদের রক্তে রাঙা এ জাতীয় পতাকাকে উর্দ্ধে উড়িয়ে আবার এগিয়ে চলুন মিঃ বোস—দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারে এই নিশানই আজ পথ দেখিয়ে নেবে।

(কাজল গান গাইলো)

ওরে পাখী
ফিরে আয়! ফিরে আয়!
পথে পথে তোর রয়েছে কুলায় কেন গেলি আঙিনায় ॥
ফিরে আয়..........
তোর লাগি ঐ পথের কুসুম কাঁদে
লতার কুঞ্জ দু'লে উঠে অবসাদে
ঘরের বাঁধন শেষ হলো তোর বাহির আজিকে চায় ॥
ফিরে আয়.......
আজ দিকে দিকে নেমেছে বাদল অশ্রু সাগর তীরে—
ধূলির দেবতা কাঁদিতেছে ঐ আয়রে আবার ফিরে—।
তোর সে নূতন জীবনের গানে—
ফাগুন হাসুক অচেতন প্রাণে—
ভুলের আবেশে আজিকে সেথায় আগুন লেগেছে হায় ॥
ফিরে আয়..........

(পরদা নেমে এলো)

—ছয়—

(থানা। ইন্‌সপেক্টর শিশিরবাবু কিসের কাগজপত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া কর্‌ছিলেন। চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ভাব। অলক প্রবেশ কর্‌লো)।

অলক—নমস্কার। (শিশিরবাবু মুখ তুলে চাইলেন)।

অলক—নমস্কার !

শিশির—আরে অলকবাবু যে (উঠ্‌লো) আসুন—আসুন—বসুন।

অলক—আঃ।...থাক্ থাক্—অতো ব্যস্ত হ'তে হ'বে না আপনাকে। আমরা এমনিই বসি—বল্‌তে হয় না।

শিশির—সে আপনার অমায়িকতা—সে আপনার বন্ধুপ্রীতি—তা খবর কি ?

অলক—ভালো। হস্তপদাদি সুস্থ—মানে quiteable, আর—চার পাশের সমাচার যদি জান্‌তে চান—তাও সুন্দর। রঙীন প্রভাত—ফুর্‌ফুরে হাওয়া—মনে এসে দোল দেয়।

শিশির—তা' দোল দেবেই তো—বসন্ত যে আপনার ফুলবনে ইঙ্গিত—দিচ্ছে। লালপরীদের মৃদুপদ শিহরণ যে আপনার কুঞ্জবনে ঝঙ্কার তোলে—তা যাক্। ব্যাপারটা শোনেছেন তো ?

অলক—বা—রে—আমি রইলাম হিমগিরিতে—আর মেঘ রইলো— পূব গগনে। ইঙ্গিত না এলে জান্‌বো কোত্থেকে।

শিশির—আরে মশায়—এত বড় একটা শিকার হাতের মুঠোর মধ্যে—ছিল—কোন দিন কি আর তা ভাব্‌তে পেরেছি। সাতরাজ্যি ঘুরে—যার সন্ধান মিলেনি—সে এসে আড্ডা পেতেছিল পুলিশের—আস্তানায়।

অলক—মানে ? I mean how !

শিশির—সেই Howটাই তো এ্যাদ্দিনে বাও হয়ে গেলো মশায়। মস্ত—বড় এক ফেরারী হাত ছাড়া হ'য়ে গেলো।

অলক—কেমন ?

শিশির—আমাদের নৃপেনবাবু হে—আমাদের নৃপেনবাবু। যাকে এত-খানি—বিশ্বেস্ কর্‌তুম আমরা। ভেবেছিলুম এত বড় বন্ধু বোধ হয় পুলিশ জীবনে আর পাইনি—কিন্তু আসলে সে নিখিল বোস।

অলক—নিখিল বোস !

শিশির—হ্যাঁ—নিখিল বোস। ঐ পলাশডাঙার কৃষাণ কংগ্রেসের—ভূত-পূর্ব্ব সম্পাদক। সেবার পুলিশের নৌকা থেকে পদ্মায় লাফিয়ে—পড়ে এ্যাদ্দিন সে আত্মগোপন করেছিল।

অলক—তাই নাকি ?

শিশির—মস্ত বড় ফাঁকিটা দিয়েছে মশায়—মস্ত বড় ফাঁকিটা দিয়েছে—। এতদিন শুনেছিলুম ওদেশের ফেরারীরা। পালিয়ে বিদেশে চলে যায়। কিন্তু—বাঙালীর মাথা যে তার উপরও টেক্কা দিয়েছে—আজ তা ঠেকে—শিখ্‌তে হ'লো।

(কানাই প্রবেশ করলো)

কানাই—ঠেকে আর শিখতে হ'তো না স্যার—যদি আমার কথায় প্রথম —থেকেই বেঁকে বসতেন। চোখ মেলে একটু চাইলেই পটাপট্‌ হাতে বাঁধ পড়ে যেতো।

শিশির—সত্যি বড় ভুলটা হয়ে গেলো কানাইবাবু!

কানাই—হ্যাঁ স্যার বাস্তবিকই বড় ভুল হ'য়ে গেল। এক ভুল করে-ছিলেন—আপনাদেরই মত দারোগাবাবু ১৯৪২ সনের ২৩শে আগষ্ট মধ্যাহ্ন ১টার সময় ঐ শেখর ছোঁড়াটার হাতে কড়া না পড়িয়ে। আর করলেন আপনি এই ১৯৪৬ সালে। স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতো ভুল স্যার—তুলনা মেলে না।

অলক—very sharp brain কাকু। ধাঁর আপনার সত্যি স্মরণে রাখবার মতো।

কানাই—তবে বৃথাই আর কি এ চুল পাকিয়েছি বাবাজী। আমাদের চোখের সামনে পানটুকু থেকে চুণটুকু খসে পড়বার উপায় নেই। দেখলে তো—সেবার পদ্ম পিসীর বয়সের হিসাব নিয়ে কত মাতা-মাতি—শেষ পর্য্যন্ত তো আমিই তার কিনারা করলুম।

অলক-আশ্চর্য্য রকম মাথা। সুযোগ পেলে হয়তো ওদেশের বার্ক কিংবা—শেরিডন একটা কিছু হ'য়ে যেতেন। যাক্‌ আরও কত-দিন অপেক্ষা করতে হবে।

কানাই—এই তো প্রায় গুছিয়ে এনেছি অলক—আর গোটা কয়েকদিন

সবুর কর্‌তে হবে। তার পরই সব ফরসা—মানে অলককুমার রায়ের বিজয়ডঙ্কা—সেদিন বাতাসে বাজবে।

শিশির—আর আমরা সেদিন উৎসব করে পেটপুরে মিষ্টি খাবো—

অলক—**Certainly.**

(রক্তাক্ত মস্তকে দয়াল প্রবেশ কর্‌লো। অলক আর শিশিরবাবু চম্‌কে উঠলেন। কানাইবাবুর মুখে হাসি)

দয়াল বাবু! বাবু—বিচার করুন বাবু বিচার করুন।

অলক—দয়াল!

দয়াল—তুমিও আছো রাঙাবাবু—ভালোই হয়েছে। আজ আমার বেদনাটা—তোমার কাছেও জানিয়ে যাই (হাত দিয়ে রক্ত মুছলো) তোমরা ছাড়া গরীবের যে আর কেউ নেই বাবু—ঐ ভগবানও বুঝি আজ—বধির হয়েছেন। এই চেয়ে দেখো আমার মাথাটা ওরা ফাটিয়ে চৌচির ক'রে দিয়েছে।

কানাই—হুঁ বেশ হয়েছে। যাও না ঐ বয়াটে ছোঁড়াদের দলে ভিড়ে স্বদেশী করোগে।

দয়াল—চুপ। তোমার সাথে কথা কইতে যাইনি কাল সাপ—আমি এসেছি নালিশ জানাতে। আমি এসেছি মানুষের ব্যথা মানুষকে জানাতে—তা ছাড়া যে আর ঠাঁই নেই। (অলকের প্রতি) আমি —মুখ্যু মানুষ—স্বদেশী আমি বুঝিনা রাঙাবাবু—কিন্তু পেটের ক্ষিদেয় একজন যখন পথে শুকিয়ে মরে—তখন চুপ করে বসে থাক্‌তে পারি না—

অলক—মানুষ তা পারেও না দয়াল। এ পৃথিবীতে যে যতোই—অধঃ-
পতিত হোক না কেন—মানুষের জন্য মানুষের প্রাণ চিরদিনই কেঁদে
উঠবে—কারণ সবার উপরে যে মানুষ সত্য।

দয়াল—হ্যাঁ—আমরাও তাই বুঝি রাঙাবাবু—তাই ঐ কানাই চাটুজ্যে—

কানাই—দয়াল—

দয়াহ—আমি বল্‌বো। ঐ কানাই চাটুজ্যে দুটো টাকার দায়ে যখন
রহমান মিঞার বিধবা স্ত্রীর হাত থেকে ক'টি ছাগল টেনে হিচ্‌ড়ে
—নিয়ে যাচ্ছিল—তখন আমি বাধা দিতে গিয়েছিলুম, তাই ওর
—লোক আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে (হাত দিয়ে রক্ত মুছতে
লাগলো)

শিশির—কানাইবাবু!

কানাই—ওসব কথায় বিশ্বেস করেন কেন স্যাব, ওর মাথার ঠিক নেই।
যখন যা মনে আসে—তা-ই বলে ফেলে। কার বাড়ীতে কখন....

শিশির—হুঁ...

দয়াল—আমি ঠিকই বলেছি বাবু! মুখ্যু হলেও এ দয়াল জীবনে—
কোনদিন মিথ্যে কথা বলেনি—আপনাদের আশীর্ব্বাদে আর বল্‌বেও
না। আপনারা বিশ্বেস করুন আর না-ই করুন—আমি যা বলেছি
তা-ই সত্য—তা-ই সত্য।

শিশির—প্রমাণ দিতে পার্‌বে ?

দয়াল—প্রমাণ ? কি ক'রে বল্‌বো আমার যে টাকা নেই। আজকের
দিনের আইন যে গরীবের জন্য নয় বাবু—টাকা যাদের আছে এ

পৃথিবী যে তাদের জন্য। আমার কথা কে কইবে। কিন্তু চির-দিন এমনি থাকবে না সাহেব। আমি আজ একটা আগুনের মতো সত্য কথা বলে যাই। দিন অসে্ছে—সেদিন আমাদের অধিকারও আমরা ফিরে পাবো। সেদিন আমাদের মাথায় লাঠি বসাতে ঐ কানাই চাটজ্যেদের হাতও কেঁপে উঠবে। কিন্তু আজ সবই মিছে। তাই প্রতিকারের আশা না রেখে, কেবল নালিশ জানিয়ে গেলুম। (প্রস্থান)

অলক—এ পৃথিবীর নূতন ভাষা শুন্‌লুম শিশিরবাবু। ও যেন বেদ-ঝঙ্কারের চেয়েও সুমধুর।

শিশির—আপনি—

অলক—আমি···হ্যাঁ আমি অলক রায়। কথাগুলি ওদের বেশ লাগে। ফলের চেয়েও মিষ্টি ফুলের চেয়েও সুন্দর—

কানাই—পাগলের বুলি বাবাজী—পাগলের বুলি। ও সব কথা কাণে তুল্‌তে যাও কেন। ব্যাটাদের মাথা খারাপ হয়েছে—তাই বলে—ও সব কথা। হীরে কি কোন দিন লোহার সাথে মিল্‌তে পারে?

অলক—লোহার সত্যাগ্রহ কিন্তু হীরেকেও নিষ্প্রভ করে দেয় I mean লোহার সাহচর্য্য না পেলে হীরে ও যথা স্থানে উঠ্‌তে পারে না। তাই দয়ালকেও অস্বীকার করবার উপায় নেই—কিন্তু—থাক্—এখন কি করবেন?

কানাই—তোমার ও কথাগুলোই তো সব গোলমাল করে দেয় অলক নইলে তো বেশ এগিয়ে চলছিলাম।

শিশির—সত্যি অলক বাবু যেন মাঝে মাঝে—

অলক—কিছু নয়…কিছু নয়। মানে মনের ভেতর একটা ভূত ঘুমিয়ে রয়েছে কিনা—মাঝে মাঝে সে জেগে উঠে। তখন কথাগুলোও একেবারে—বেখাপ্পা শোনায়। তবে সব ঠিক হয়ে যাবে সব—ঠিক্ হয়ে যাবে। আপনারা যখন রয়েছেন তখন একদিন ওটি শুদ্ধ ফস করে গিলে ফেলবেন। খাওয়ার অভ্যেস যখন রয়েছে আপনাদের—

শিশির—অলক বাবু।

অলক….আহা চট্‌ছেন কেন—চট্‌ছেন কেন। ওকি আর তেমন কথা বলেছি। ভূত খাওয়া কি আর তেমন অদ্ভুত হ'লো। এই ধরুন না আমার গায়ে আজও যেটুকু চুন কালি রয়েছে আপনাদের সাহচর্য্যে সে চুন টুকু ঝরে যেয়ে একেবারে কালি হয়ে পড়্‌বো।

কানাই—শেষে খড়গ তুলে ধর্‌বে ?

অলক—এ শিথিল হাতের কাজ নয় কাকু। আমার কালি মানে রঙ—কালিঘাটের দেব্‌তা নয়। দু'রঙ ভালো দেখায় না কিনা তাই সাদাটুকু মানে ঐ সাম্যের ভূতটাকে দূর্ করে দিতে চাই।

শিশির—আপনার কথায় পাল্লা দেওয়া আমাদের কাজ নয় অলক বাবু।

অলক—Perdon please. আমি তো জান্‌তাম তেরো জেলার ভাত পেটে না পর্‌লে—কোনদিন ইনস্‌পেক্টর হওয়া যায় না। কিন্তু

আপনি দেখি আমায় চম্‌কিয়ে দিলেন। . তাহ'লে নয়-না-ই
বল্‌লুম।

শিশির—রাগ কর্‌বেন না।

অলক—আরে রাগ কর্‌বো কার সাথে। রাগ আমাদের হয় না
আমরা যে মাতাল। Adue (অলক চলে গেলো)

শিশির—অলক বাবু—

কানাই—যেতে দিন....যেতে দিন। যত দূরে দূরে থাকে ততই ভালো
কি জানি কখন মুখ দিয়ে কোন্ কথা বেরিয়ে যায়—

শিশির—না অলক বাবু রাগ কর্‌লে—

কানাই—বয়ে যাবে। আমাদের কাজতো আমরা গুছিয়ে নিয়েছি—
এখন শুধু ওকে ভাঁড়িয়ে রাখা। তা হ'লেই কিস্তিমাৎ—এক
বড়েই রাজাকে ফাঁকি দেবে।

শিশির— ওঁর ও তো দরকার রয়েছে

কানাই—আরে রয়েছে তো রয়েছে···এখন কি আর ওর পিছন ফেরবার
উপায় আছে। তাহ'লে নির্ঘাত হাত কড়া। এ কানাই চাটুজ্যের
বুদ্ধি স্যার···পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য জিনিষ। তারপর....গদাধর
বাবু এসেছিলেন ?

শিশির—হু। কিন্তু তিনি সাতহাজার টাকার বেশী দিতে রাজী নন

কানাই—সাত হাজার টাকায় ঐ প্রাসাদোপম বাড়ী ? আপনি বলেন
কি স্যার!

শিশির—তাই' তো বলে·······

কানাই—হটিয়ে দিন স্যার হটিয়ে দিন। ঐ বাড়ী তৈরী করতে শেখরের বাবার খরচ পড়েছিল ১১৫৪২ টাকা চৌদ্দ আনা তিন পয়সা। সেও সুবিধের সময়। আর আজকে তার দাম সাত হাজার। ব্যাটাকে তো হাত কড়া লাগানো যায় একশত কত ধারায়।

শিশির—হু…

কানাই—শুধু হু নয় স্যার। এসব ডাকাত লোক। দিনে দুপুরে মানুষের বুকে ছুড়ি বসাতে পারে….নইলে সাত হাজার…….

শিশির—তা ছাড়া যে ক্রেতা নেই কানাই বাবু!

কানাই—জুট্‌বে…অনেক…জুট বে স্যার। কথায় বলেনা—সবুরে মেওয়া ফলে। চলুন ঐ নদীর ধারটায় ঘুরে ঘুরে একটা বুদ্ধি পরামর্শ করা যাক্ রাম…রাম…রাম।

(প্রস্থান)

—সাত—

(রূপ নগরের মেটো পথ। এক জনতা গান গেয়ে চলেছে)

শৃংখল ভেঙে ফেল্
ছিঁড়ে ফেল্ বন্ধন,
লুণ্ঠন থেমে যাক্
থেমে যাক্ ক্রন্দন।
মুক্তির জয় গানে—
আজি এ শ্মশানে
নিয়ে আয় জীবন স্পন্দন॥
নিষ্ঠুর বিদেশীর নির্ম্মম অবিচার
শেষ কর্, নিয়ে আয়
ঢেউ প্রাণ গঙ্গার।
যুগ যুগ বঞ্চিত,
নিপীড়ন—লাঞ্ছিত—
ললাটে—
ললাটে মেখে দে' বিজয় চন্দন॥

(জনতা চলে গেলো। ক্ষিপ্তের মতো দয়াল প্রবেশ কর্লো···হাতে তার লাঠি···মাথায় ব্যাণ্ডেজ। মুখ চোখ দিয়ে প্রতিহিংসার আগুন বেরুচ্ছে। অশোক তাকে বাধা দিচ্ছিল)

দয়াল—না না তুমি ছেড়ে দাও বাবু। দয়াল আজ পাগল হয়ে গেছে। সে আজ পৃথিবীর কার ওর কথা শুন্‌বেনা ! সে আজ তার নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজে কাম্‌ড়ে খাবে।

অশোক—তুমি আমার কথা শোন দয়ালদা।

দয়াল—ঢের শুনেছি—আর পারিনা। এ বুকটা আজ পুড়ে গেছে অশোক বাবু—এভেঙে খান্ খান্ হ'য়ে গেছে। তোমার কথা সেখানে সাড়া তুল্‌বেনা। তোমরা গরীবের ঠাকুর। আমাদের জন্য অনেক করেছ....জীবনের সব কিছু বলি দিয়েছ। কিন্তু আজ আর আমার পথে দাঁড়িওনা....আমি তা শুন্‌তে পার্‌বোনা।

অশোক—দয়ালদা !

দয়াল—আজ আমি দয়াল সর্দ্দার। আজ আমি কমলগাঁও এর বুনো বাঘ...রক্তের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছি। একদিন আমার হাতই বহু দুষমণের মাথা ভেঙেছে। আজ আমার সাম্‌নে আবার নূতন পরীক্ষা। তুমি সরে যাও অশোক বাবু....তুমি সরে যাও। গরীবের মান গরীবকে রাখ্‌তে দাও।

অশোক—মহাত্মাজীর আদর্শকে পায়ে দলে যাবে দয়ালদা !

দয়াল—(উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো) তিনি ভগবান। তাঁর সাথে আমাদের তুলনা করোনা অশোক বাবু....আমাদের মন তা বুঝ্‌বে না। আমরা জানি লাঠির বদলে লাঠি....হাতের বদলে হাত...হিংসার বিনিময়ে প্রতিহিংসা। দুষমণকে দোস্ত বলে বুকে টেনে নেব তেমন

মহৎ প্রাণ নয় আমাদের। ও কথা বলে আমাদের সাথে পরিহাস করোনা অশোক বাবু....আমরা বড় দুঃখ পাই—।

অশোক—শক্তির আজ তুমি অপচয় করবে ?

দয়াল—অপচয়ের কথা আমরা জানিনা বাবু। আমরা এইটুকু বুঝি—যে দুষমন আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—গরীবের বিচারে তার কোনদিন ক্ষমা নেই। তুমি জানো না অশোক বাবু...কি সর্ব্বনাশটা করেছে ঐ কানাই চাটুজ্যে। তোমরা তখন অনেক ছোট। হয়ত বা এ পৃথিবীতে আসোওনি। ঐ কানাই চাটুজ্যে সেদিন আমাদের বুকের রক্তে দালানের গাঁথুনি দিয়েছে। আমাদের বাপের ভিটের উপর ইটের বোঝা চাপিয়েছে। প্রতিবাদ করতে যেয়ে আমার ভাই ওদের কুঠুরিতে শুকিয়ে মরেছে (দয়ালের গলা চেপে এলো। ফ্যাল ফেলিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর বললো) আর এই...এইদেখ বাবু আমার মাথাটা....ওরা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে।

অশোক—কানাই চাটজ্যে ?

দয়াল—কালসাপ...কালসাপ। (ছুটে যাচ্ছিল)

অশোক—দয়ালদা !

দয়াল—(হাটু গেড়ে বসে) আর নয় অশোক বাবু। তোমার কাছে এই দয়াল সর্দ্দার আজ হাটু গেড়ে বসেছে...তোমারা তাকে আশীর্ব্বাদ করো। আজ সারাটা দেশের ভেতর চেতনা এসেছে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে যেন জয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসে। গরীব আজ

জেগেছে বাবু···তোমরা তাদের দেবতা হয়ে আর পথ রুখে দাঁড়িও না। আমরা গরীব····কিন্তু দুনিয়ার সব চাইতে বড় জাত···· আমাদের সম্মান আমাদের রাখ্‌তে দাও···।

অশোক—কিন্তু এর পরিণাম জানো তুমি ?

দয়াল—পরিণাম ? (একটু হাস্‌লো) তুমি সত্যি আমায় আজ হাসালে অশোক বাবু····পরিণাম ভাব্‌লে আর কাজ হয় না। পরিণাম ভাব্‌বে তারা····যাদের ঘরে দুঃখ এসে কোনদিন হানা দেয়নি। আমরা জানি শুধু কাজ। পরিণামের কর্ত্তা···ঐ শুধু একজন আমার····তোমার মাথার ঠাকুর (দয়াল চলে গেলো। অশোক এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো—তারপর বল্‌লো)

তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে চলেছে শেখরদা—তোমার মন্ত্র আজ ঘুমিয়ে পড়া জাতটার বুকেও আগুন জ্বেলেছে। ঐ দূর থেকে তুমি আজ আশীর্ব্বাদ করো আমাদের···যেন তোমার দেয়া পতাকাকে জীবন দিয়ে ব'য়ে চল্‌তে পারি।

(সন্ত্রস্ত ভাবে কানাই চাটুজ্যে প্রবেশ কর্‌লো। ইস্‌মাইল—পিছনে তাকে বটি নিয়ে তাড়া করছে।)

কানাই—বাঁচাও···বাঁচাও অশোক বাবু····প্রাণটা যে একেবারে বেঘোরে ডুবে গেলো।

অশোক—ইস্‌মাইল !

ইস্‌মাইল—বাবু !

অশোক—ঘরের মানুষের উপর এমনি করে প্রতিশোধ নিতে আছে ভাই ?

ইস্‌মাইল ও ঘরের মানুষ ? তুমি বলো কি দেবতা ঠাকুর—ও যে কাফের। তুমি জানোনা…ও আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে চায়… আমাদের মধ্যে ভেদ এনে দিতে চায়। বলে হিন্দু মুসলমান কোনদিন এক হ'তে পারে না—মিঠে বুলি দিয়ে হিন্দুরা তোমাদের শোষণ করতে চায়—

অসোক—বলুক—তবুও তোমাদের সইতে হ'বে। কারণ তোমরা যে অহিংসার সৈনিক—জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক। তোমাদের মনুষ্যত্ব দিয়ে ওদের হিংসাকে জয় কর্‌তে হবে।

ইসমাইল—সে সত্য কথা—কিন্তু আর যে সইতে পারিনা বাবু। অত্যাচারে অত্যাচারে এ কলিজার রক্ত যে আজ লাফিয়ে উঠ্‌ছে। আজ আমরা শিখেছি দুঃখের দিনে সব আমরা এক হয়ে গেছি। হিন্দু মুসলমান—ভাই-ভাই। যারা খোদার দুষমণ—তারাই কেবল ভেদনীতির কথা বলে। জানোতো বাবু—পয়গম্বর আমাদের ছিলেন প্রেমের অবতার। তাঁর কাছে মানুষই বড় ছিল…আর কিছু নয়। আজ কতকগুলি লোক তাঁরই মহিমায় কালি মাখাচ্ছে ··তাই বলে আমরা তা শুন্‌তে যাবো কেন।

অশোক (কানাইএর প্রতি) একজন নিরক্ষর গ্রামবাসীর কথা শুনুন—কানাই বাবু। এ আপনাদের স্বার্থের ছাঁচে গড়া চানাচূড়ের বুলি নয়।

কানাই—শুনেছি—বেশ শুনেছি অশোক বাবু। এখন আমায় যেতে দিন—আমায় রক্ষা করুন।

অশোক— রক্ষা আপনাকে ঠিকই করবো—কেননা মানুষকে বাঁচানোই যে আমাদের সব চাইতে বড় ধর্ম্ম—। কিন্তু দেশের কথাটাও একবার ভেবে দেখবেন—আপনাদের কাজে তার দুর্দ্দশার মেঘই যে আরও গাঢ় হয়ে উঠছে (কানাই চলে গেলো)

ইস্‌মাইল—দেবতা ঠাকুর!

অশোক—এতো চঞ্চল হয়োনা ইস্‌মাইল। ওদের আয়ু আজ ফুরিয়ে এসেছে। নিজের চেষ্টাতেই ওদের তল্পি গুটোতে হবে-—তার জন্য আদর্শকে বলি দেওয়া কেন ? আজ আমাদের কাজ বিশ্বাসঘাতক মিরকাসেমকে শহীদ মিরকাশেমে রূপান্তরিত করা। পথভ্রষ্ট দেশের ছেলেকে আবার পথে ফিরিয়ে আনা। তা'হলে দেখবে—জাতির জয় নিশান নিয়ে তারাই এসে সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছে। চলো দয়ালদা প্রতিহিংসার আগুণে বাঘ হ'য়ে ছুটে গিয়েছে—আগে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি।

—আট —

(কারাগার। নিখিল বোস (ভূতপূর্ব্ব নৃপেন দত্ত) স্বপন, আর মলয় দাঁড়ানো রয়েছে)

নিখিল—ধলেশ্বরীর বাঁকটাই শেষ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রেপ্তার স্থান বলে পরিচিত হলো স্বপন।

স্বপন—তাইতো দেখছি নিখিলদা। এমন কাশবনে ছাওয়া নিবিড় আশ্রয়ে যেয়েও যে পুলিশের চোখ পড়বে। এক নিমেষের জন্যও যে তা ভাব্‌তে পারিনি।

নিখিল—আমি জানতাম। হাতে আমার শিকল পড়বেই। সুখের আশ্রয়ে যেয়ে আমি যে আমার মনুষ্যত্বকে হারাতে বসেছিলাম ভাই —তার ত একটা প্রায়শ্চিত্ত চাই। মনে করেছিলাম ওদের টাকায়ই ওদের মৃত্যুবান তৈরী করবো। পুলিশে গা ঢাকা দিয়ে আমার দেশের নিপীড়িত গণদেবতাকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুল্‌ব। কিন্তু দেখেছি লোভ এমনি জিনিষ যা মানুষকে সকল কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়—আলেয়ার আলো বারে বারে দিক ভুল করে দেয়।

মলয়—তবু তো তুমি অনেক করেছ নিখিলদা।

নিখিল—ছাই করেছি। করেছি কেবল বেইমানি। স্বামীজির পা ছুঁয়ে যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম তাতো রক্ষা করতে পারিনি মলয়।

পারিনি তো আমার গরীব ভাইদের মানুষ করে তুলতে—পারিনি তো কল্যাণের বেদীমূলে নিজের জীবনকে সঁপে দিতে। পঞ্চাশের মন্বন্তর এল দেশে, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে উঠল হাহাকার—আর্ত্তনাদ। ক্ষুধিতের মৃতদেহে ছেয়ে গেলো এখানকার মাটির পথ। পারিনি সেদিন আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের মত জনসেবায় আত্মবলি দিতে। কেবল সংগ্রাম বেঁধে ছিল বিবেক আর পশুশক্তিতে—বিবেক হেরে গেলো।

স্বপন—নিখিলদা।

নিখিল—একটা রাতও তখন ঘুমোতে পারিনি। একটা বিপ্লবের বাঁক বেয়ে আরম্ভ হয়েছিল আমার পথ চলা। অন্তর্দ্বন্দ্বে মন আমার হয়ে পড়েছিল দুর্ব্বল। চোখ বুজলেই কাছে ভেসে উঠতো স্বামীজির প্রতিমূর্ত্তি। সেই চির নবীন মমতায় ভরা প্রশান্ত মুখ। আমি শিউরে উঠতাম।

স্বপন—তারপর—

নিখিল—ভাবতাম—চলে যাবো দূরে বহু দূরে—ঐ নীল দিগন্ত রেখারও অনেক বাইরে। কিন্তু পকেটের দিকে চোখ পড়তো হঠাৎ। দেখতাম টাকায় টাকায় সে ভরে উঠেছে। মুনাফা শিকারী-দের অযাচিত আশীর্ব্বাদ তার দেহকে পুষ্ট করে তুলেছে। মন ঘুরে যেতো—আঁধারের জীব আবার আঁধারেই ফিরে আসতাম—

স্বপন—টাকার আকর্ষণটা সত্যি ভয়ানক নিখিলদা।

নিখিল—শুধু ভয়ানক নয়—মারাত্মক। কত বড় রথীরাও ওর আকর্ষণে

ডিগবাজী খেয়েছে। সন্ত্রাসের যুগে কত বড় দেশকর্ম্মী ওরই আকর্ষণে স্বার্থের দেশে ফিরে গেছে। সোনার ঝিকিমিকি কতবার কত মান্ত্রীদের পথহারা করে দিয়েছে।

(কানাই চাটুজ্যে প্রবেশ করলো)

কানাই—মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রী হে নমস্কার নমস্কার।

নিখিল—কানাইবাবু।

কানাই—যা মনে করেন—কানাই—সানাই একটা কিছু তো বটেই। কিন্তু কতবার বললুম স্যার হুঁসিয়ার…হুঁসিয়ার। তাহলে তো আজ আর এ গারদে এসে রাম মশা তাড়াতে হ'তোনা—। পশারও মন্দ ছিল না—ভগবানের ইচ্ছায় বেশ দুপয়সা হতোও—

নিখিল—আপনার কথা শেষ হয়েছে ?

কানাই—যা মনে করেন—শেষ হ'লে হয়েছে না হ'লে কিছু অবশেষও রয়েছে। মানে উপসংহারটা এখনও বাকী।

নিখিল—বলুন—

কানাই—সংহার মুর্ত্তিটা পরিহার চাইতো আগে। তা না হ'লে আমার কথাগুলো শেকর এলানো দূরে থাক খই হয়ে ছিটকে উঠবে—বলি এখনও সময় আছে মশায়—

নিখিল—মশায়।

কানাই—হুঁ মশায়। মশাই তো—নইলে কি কসাই বললে খুসী হবেন ?

নিখিল—কানাইবাবু! আজকে আমার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে—মনে পড়ছে বন্দী সিরাজের জীবন ইতিহাসের শেষের পাতা কটি—

অনুগ্রহ পুষ্ট ছিল যারা—যারা ছিল দয়ার ভিখারী—তারাই সেদিন প্রতি পদে পদে তাঁর জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছিল। তারাই—

কানাই—বন্দেগী জাহাপনা—বন্দেগী (কুর্নিশ করলো)

নিখিল—ঔদ্ধত্বের একটা সীমা থাকা উচিৎ কানাইবাবু—নির্লজ্জেরও একটা চোখের পরদা আছে! আপনি দেখছি তাদেরও উপরে যেয়ে পৌঁচেছেন—। ধন্যবাদ আপনাকে।

কানাই—ওরে—আদমীলোক কাহে গিয়া থা। দরবার সিং-মিঞা মহম্মদ—দারোগা সা'বকো বহুৎ তকলিব হো গিয়া—। ইধার আও—ইধার আও। (প্রস্থান)

স্বপন—আপনি কেন ওর সাথে কথা কইতে গেলেন নিখিলদা—

নিখিল—কেন? বোধ হয় নিজের চাবুক নিজের পিঠেই মারবো বলে। একদিন ঐ কানাই চাটুর্জ্যেই ছিল আমার পসারের পথ। বহু বুকের রক্তে এ্যাদ্দিন ওকে পুষে এসেছিলাম—ছোবল তাই আজ নিতেই হবে—

(বাইরে গান শোনা গেল। পরদা নেমে আসছে)

ওরে ময়ূরপঙ্খী নাও--

সেই ছ্যাশেতে যাওরে লইয়া যাও—

(যেথা) মাটির কোলে প্যাটের ক্ষিদায়—

বুকের মানিক নেয়না বিদায়—

এমন মাঠের সোনা হয়নারে হায়

দূরেতে উধাও॥

—নয়—

(অলকদের বাড়ী। সাঝের আঁধার নেমে এসেছে। অলক প্রবেশ করলো। মাথা থেকে তার রক্ত ঝরে পড়ছে। হাত দিয়ে তা—চেপে দেবার চেষ্টা করছে অলক। মুখ তার বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে ঘরে ঢুকে গেলো। পরে প্রবেশ করলো দয়াল—চোখে তার দু'এক ফোঁটা জল—। কিসের যেন অনুশোচনার চিহ্ন ফুটে রয়েছে তার সারা মুখে। দরজার পাশে যেয়ে ডাক দিল।)

দয়াল—রাঙাবাবু....রাঙাবাবু!

অলক—দয়াল! (প্রবেশ করলো)

দয়াল—তুমি আমায় মাপ করো রাঙাবাবু—তুমি আমায় অনুশোচনার সুযোগ দাও। তোমাদের খেয়ে পড়ে এ জীবনে মানুষ। এ দুনিয়ায় যখন দু'মুঠো ভাতেরও প্রত্যাশা ছিল না—মানুষ দেখলে দূর দূর—করে তাড়িয়ে দিতো...তখন তোমরাই আমায় আশ্রয়—দিয়েছিলে। আজকে তার প্রতিদান দিলুম...তোমাদেরই রক্তে হাত রাঙিয়ে।

অলক—দয়াল!

দয়াল—তুমি বিশ্বাস করো রাঙাবাবু—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি—এ দোষ আমার নয়। এ দোষ তাঁর—যিনি ঐ গাঢ় নীল—যবনিকার আড়ালে বসে হাসছেন। কি করবো—আমাদের নিয়ে

ভগবানও আজ পরিহাস করেন। আমরা যে গরীববাবু! তোমার মাথা লক্ষ্য করে লাঠি তুল্‌বো—একথা যে কোনদিন স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি। তোমার মুখের পানে চাইলে—আমার শেখর যে তোমার মাঝেই হারিয়ে যায়। আজ দূরে থাক্‌লেও—তোমরা যে ভাই (দয়ালের চোখ দুটো জলে—ছল্‌ ছল্‌ করে উঠলো) ঐ কানাই চাটুজ্যে—ঐ কানাই চাটুজ্যে।—যে আমার সোনার ঘরটাকে শ্মশান করে দিল—যে আমার বুকের পাঁজরটাকে গুড়িয়ে দিল—ভেবেছিলাম তারই খুনে হাত রাঙিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসির রসি গলায় পড়্‌বো। কিন্তু তা' আর হ'লো কৈ ? অন্ধকারে সে লাঠি তোমার মাথায় এসেই লাগলো।

অলক—তুমি আমার মাথায় লাঠি বসাওনি দয়াল—তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছো। এই প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আমি এতদিন স্রোতের বিরুদ্ধে চলেছি—আজ তুমি আমার পথ খুলে দিয়েছো। দয়াল!

দয়াল—রাঙাবাবু!

অলক—এই রক্তধারার জন্যই অনেক অতৃপ্ত আত্মা অন্তরালে গভীর তৃষ্ণা নিয়ে বসেছিল। তাদের এমনি তাজা রক্তে যে এই রায় পরিবারের ঐশ্বর্য্য গড়ে উঠেছে। তারা মরেছে—শুকিয়ে মরেছে পথে পথে। তাদের সে শাশ্বত ক্ষুধার তো তৃপ্তি চাই ? আজ তাদের ক্ষুধা—মিটেছে।

দয়াল—রাঙাবাবু!

অলক—হ্যাঁ ঠিক তাই। নিবিড় আঁধার রাতে আম কান পেতে—

শুনেছি তাদের আর্তনাদ – তাদের অবুঝ ভাষা। প্রতিহিংসার আগুণে ওপারে যেয়েও তারা—পুড়ে পুড়ে মরেছে। আজ তাদের শোণিত তর্পণ হ'লো।

দয়াল—তুমি দেবতা রাঙাবাবু!

অলক—আমরা মানুষ। মাটির মানুষ দয়াল। এই-ই আমাদের সব চাইতে বড় পরিচয়। আর চিরকাল এই মানুষই থাকতে চাই। তোমার জলে আমার চোখেও যেন ঢল্ নামে—তোমার বুকের বেদনা আমার বুককেও যেন কাঁপিয়ে তোলে—জন্ম-জন্মান্তরে—এই আমাদের সাধনা হোক্। কেন অবিচার থাকবে এ পৃথিবীতে? কেন রাজপ্রাসাদের পাশেই রাস্তায় শুকিয়ে মরবে মানুষ? কেন অকালেই ঝরে পড়বে তরুণের আশা? আজ আমি নূতন পথ পেয়েছি দয়াল—আজ আমি নূতন চোখ পেয়েছি। (ভেতরে চলে গেলো—দয়াল ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ সেই দিকে। মদপাত্র নিয়ে অলক পুনরায় প্রবেশ করলো) আমি মদ খেতাম। কিন্তু কেন খেয়েছি—কেউ বুঝেনি কোনদিন। সবাই শুধু ছিঃ ছিঃ করেছে। আমি যে চেয়েছি ভুলে থাকতে সব কিছু। আমি যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছি এ রায় পরিবারের। মানুষের দীর্ঘশ্বাসে আজও যারা আকাশ পথে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছে—আমি চেয়েছি তাঁদের মুক্তি দিতে। আজ হয়েছে দয়াল—আজ হয়েছে। (মদ পাত্র ছুঁড়ে দিল। ভেঙে তা খান খান হ'য়ে গেলো।)

দয়াল—ওকি করলে তুমি রাঙা বাবু!

অলক—পাপ আজ দূর হ'য়ে যাক দয়াল....নূতন আলো আবার ফিরে আসুক এ মাটির পৃথিবীতে। এ বদ্ধ নরক থেকে এসো আমরা ফিরে যাই সেই মুক্তি মন্দাকিনীর পারে। কেউ থাকবে না সেখানে দুখী...মানুষের মাথা মাবিয়ে মানুষ চলবে না সেখানে কোনদিন।

দয়াল—তুমি পুলিশে খবর দাও রাঙা বাবু!

অলক—কেন?

দয়াল—আমায় ধরিয়ে দাও তুমি। নইলে আমি বাঁচবো না। এ জঘন্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না হ'লে আমি আর বেঁচে থাকতে পারবো—না। রাঙাবাবু! দশ পনের বছরের জেল। হোক্ না তার চেয়েও বেশী। পাঠিয়ে দিক্ ওরা আমায় দীপান্তরে...সেই নীল সমুদ্রের মাঝখানের দেশে। সেখানে বসে বসে আমি তিলে তিলে প্রায়শ্চিত্ত করবো। তারপর ফিরে আসবো আবার এ সোনার গাঁয়ে... আবার তোমাদের নিয়ে ঘর বাঁধবো।

অলক—তুমি একটা বংশকে মুক্তি দিয়েছো দয়াল। সত্যি তুমি দয়াল। তুমি আজ আমার সব চাইতে বড় বন্ধু। এতদিন যারা এসেছিল তারা ছিল আমার ঐশ্বর্য্যের সাথী। আমার দিকে তারা চায়নি কোনদিন—চেয়েছিল আমার টাকার দিকে। আজ তুমিই সত্যিকারে আমার পানে চেয়েছো।

দয়াল—আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই রাঙাবাবু। এ দুনিয়ায় কেউ যেন

কোনদিন এমন জঘন্য অপরাধ করে না বসে। দেবতার খুনে কেউ যেন আর হাত না রাঙায়। সে যে বিভীষিকার মতো সর্ব্বদা পিছু পিছু ফেরে। আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চাই রাঙাবাবু···আজ আমি প্রায়শ্চিত্ত চাই।

অলক—প্রায়শ্চিত্ত! (দয়ালের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো) প্রায়শ্চিত্ত! তোমার প্রায়শ্চিত্ত সে যে আমার চিত্তকে জয় করে হ'বে দয়াল (বল্‌তে বল্‌তে অলক গড় হ'য়ে প্রণাম কর্‌লো। দয়াল একটুক্ দূরে সরে গেলো। চোখের জল আর চেপে রাখতে পার্‌লো না সে। ভেতর হ'তে কানাই ব্যস্তভাবে ডাক্‌ছে—অলক—অলক—অলক কৈ?—প্রবেশ কর্‌লো কানাই আর শিশির বাবু)

কানাই—অলক (অলককে দয়ালের পাশে নতজানু দেখে চম্‌কে উঠলো। দয়াল চলে গেল)

অলক—কে? (উঠে দাঁড়ালো) স্বপ্ন ভেঙে গেছে কাকু···আবার ঐ মাটির পথ আমায় ডাক দিয়েছে।

কানাই—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কেন তোর মৃত্যু হ'লোনা অলক। তোর এ অধঃপতনের চেয়ে তোর মৃত্যুকেই যে সহজভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারতাম। রায় বংশের এমন উন্নত মাথাটা শেষে কিনা···

অলক—পাকে ডুবিয়ে দিলুম, কেমন? আমি এই পাকেই থাক্‌তে চাই কাকু। এই পাক থেকেই ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই আলোর শতদল জানি—আপনাদের তা সইবে না। কিন্তু কি কর্‌বো ভগবান আজকে এই পথই আমায় বেঁধে দিয়েছেন।

কানাই—তা হ'লে…

অলক—সব শেষ হয়েছে। ভুল চিরদিনই আর মানুষকে ভুলিয়ে রাখ্তে পারে না কাকু….একদিন না একদিন সত্যের আলো সেখানে ঝিলমিলিয়ে উঠ্বেই।

শিশির—তা হ'লে কি আপনি মনে করেন আমরা অন্যায়ের পথে চলেছি!

অলক—নিশ্চয়ই। শুধু আমি কেন—আজ সারাটা দেশকে জিজ্ঞেস করুন এক গলায় তারা উত্তর দেবে। দেশের মুক্তিতে জীবন যারা বিলিয়ে দিলো—বুকের রক্তে রাঙিয়ে গেলো পথের মাটিকে। আমরা তাদেরই বিপক্ষে চলেছি। আলোর অগ্রগতিকে অস্বীকার করে আমরা চেয়েছি আঁধার নিয়ে মেতে থাক্তে…অন্যায় নয়?

শিশির—কি জানি মশায়…তা হ'লে আমার আর কিছু বল্বার নেই।

অলক—এত সহজে ফুরিয়ে যাবে আমি তা আশা করতে পারিনি শিশির বাবু।

শিশির—মানে?

অলক—মানেটা কানে কানে বলাই ভালো ছিল। কিন্তু আপনি যখন এত ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছেন তখন বলেই ফেলি। শেখরের বাড়ীর খদ্দের জুট্লো?

শিশির—খদ্দের? আপনি বল্ছেন কি?

অলক—আকাশ থেকে পড়্বেন না। আমি মাতাল হলেও সব খবর রাখি।

কানাই—খবর রাখো····কিন্তু হয়তো তা সত্য নয়।

অলক—সত্য আর মিথ্যে নিয়ে ঘাটাঘাটি করে আর আমার বিবেককে জখম ক'রে তুল্‌তে চাইনে কাকু।

শিশির—জখম ক'রে তুলি আমাদেরও সে অভিপ্রায় নেই—কিন্তু ভেবে দেখবেন—

অলক—ভেবে আমি দেখেছি শিশির বাবু···অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসে গেছি যে আপনাদের চরণ ধূলি আর এ রায় পরিবারের জন্য নয়।

শিশির—অলক বাবু।

অলক—সে আর তা' সইতে পারে না। মাপ কর্‌বেন কথাটা আজ আমার খুলেই বল্‌তে হলো। আপনারা এ বাড়ীতে আসেন এ আর আমার অভিপ্রেত নয়।

কানাই—নয়—নয় বল্‌লেই হ'লো। আমাদের এতখানি এগিয়ে দিয়ে এখন—এখন পেছন ফেরা হ'চ্ছে।

অলক—আপনি চলে যান কাকু। আপনাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। ঐ ভাঙা ঘরে····ঐ পাড়ায় পাড়ায়···রৌদ্রে জলে যারা এ্যাদ্দিন অধীনতার প্রায়শ্চিত্ত করলো এবার তারা জাগ্‌বে -আপনাদের ঠাঁই সেখানে মিল্‌বে না।

কানাই—অলক !

অলক—ভেবেছেন কোনদিন। কেন শেখর গুলি নিলো বুক পেতে ? কেন লাল হ'লো সাগরের জল বোম্বাই আর করাচীর বন্দরে বন্দরে ?

কানাই—ও সব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমাদের নেই।

অলক—তা' আমি জানি। সে সৎসাহসও আপনাদের নেই। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন—দিন যখন আস্‌বে—তখন আর ওরা আপনাদের জাহাজ করে ওদেশে নিয়ে যাবে না। এখানেই থাক্‌তে হ'বে। এ ভারতের রৌদ্রছায়ার মায়াভরা ঘাটে মাঠেই আপনাদের দেখা মিল্‌বে। ভারতের সুখেই সেদিন হাস্‌বেন—ভারতের দুখেই সেদিন কাঁদ্‌বেন। কিন্তু প্রবুদ্ধ ভারত হয়তো সেদিন আপনাদের ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে না।

শিশির—আমাদের জন্য আপনার মাথা না ঘামালেও চল্‌বে অলক বাবু। কিন্তু কাল্‌কের Caseটা···

অলক—রক্তের টিপ···সে যে এদেশের প্রতি পথে ঘাটেই জ্বল জ্বল কর্‌ছে—তাকে কি অস্বীকার করার উপায় আছে?

শিশির—বেশ। (রাগে শিশির বাবু চলে গেলেন।)

অলক—আপনার পথও খোলা রয়েছে কাকু।

কানাই—সে জানি। আমি যাবোও—কিন্তু একটা কথা।

অলক—বলুন।

কানাই—সত্যি কি আমি ভুল পথে চলেছি অলক?

অলক—সেটা আপনার মনকে জিজ্ঞেস করুন কাকু—ওখানেই এর ঠিক উত্তর পাবেন।

কানাই—সে আমি অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু তার সমাধান খুঁজে পাইনি। আজ তোর মুখের পানে চেয়ে মনে হ'চ্ছে বুঝিবা

সেখানে ভুল রয়েছে—নইলে দিন দিন এমন সঙ্গীহীন হ'য়ে পড়্‌বো কেন ?

অলক—ঠিক তাই।

কানাই—তোরা কি আজ আমায় মাপ করতে পারবি অলক—আজকে আমায় নূতন পথ দেখাতে পারবি ? এতদিন চলেছিলাম টাকার মোহে। বাইরের কোন চিন্তাই তখন মনে এসে হাজির হয়নি। সবার উপর ঠাঁই দিয়েছিলুম ঐ টাকাকে। আজকে কেন যেন মনে হ'চ্ছে সে ভুল—

অলক—সত্যি তাই কাকু ! ভুলের নেশায় আপনার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। আপনার চোখের সামনে আজ রয়েছে কেবল একটা মিথ্যার জগৎ ! নইলে বুঝ্‌তে পার্‌তেন এ দুনিয়ায় টাকাটাই সব চাইতে বড় জিনিষ নয়। ঐ যারা হাজার টাকার বিনিময়ে এক একটি ফুল বাঙলার প্রান্তর থেকে ঝরিয়ে দিল তাদেরকেও একদিন অনুশোচনার ভেতর দিয়ে এ সত্য স্বীকার করতে হ'বে।

কানাই— তাই-ই যেন হয় অলক—আমার মতো সবার চোখের সমুখ থেকেই যেন এ অভিশাপ দূর হ'য়ে যায়। বিধাতার রাজ্যে আর যেন এ অবিচার থাক্‌তে না পারে।

অলক—কাকু।

কানাই—স্বরাজ ভবনটা কি আজ খোলা রয়েছে ? যাবার বেলায় একবার ওরই পূত ধূলি আমার সারা গায়ে মেখে যাবো। নমস্কার

জানিয়ে বল্‌বো, "দেশের মাটি! তোমার মুক্তিতে আমার মতো কাপুরুষও যেন আজ জীবন্ত হ'য়ে উঠে।"

অলক—আমি জান্‌তাম কাকু। আজ হোক্ বা কাল হোক্ পরিবর্ত্তন একদিন আপনার হ'বেই। কারণ মায়ের জলভরা আঁখি মানুষ আর কতদিন অস্বীকার করতে পারে। চলুন স্বরাজ ভবনের দিকে যাই। আজ থেকে যে মায়ের নূতন বোধন আরম্ভ কর্‌তে হ'বে। (পরদা নেমে এলো)

—দশ—

(পুলিশ কোর্ট। চাপরাশী রামগোলাম খৈনি টিপ্‌তে টিপ্‌তে প্রবেশ করলো। বগলে তার ঝারু)

দুনিয়ামে একি হইল ভেইয়া

সব জিনিষমে ওলট পালট

সহর বন্‌গেল গাইয়া ॥

লেরকী লোক হৈ হাওয়াই গাড়ী

ঝট্‌ পট্‌ চল্‌তা ঠমক মারি

'হিল' উনকো বিলকুল পাথর

লেক ওকমে যাইয়া ॥

বাড়ী কণ্ট্রোল শাড়ী কণ্ট্রোল কণ্ট্রোল খৈনির সাদা

তার উপর কণ্ট্রোল হোয়কি কিষন জিউকো রেধা

সরম ওরম জগ্‌মে এবার

কুচ্ছু নেহি সব ভি কাবার

দেওতা গণেশ সেওতো ফতুর র‍্যাশন কা মাল খাইয়া ॥

(হঠাৎ ভেতরে ঘণ্টা পড়্‌লো। রামগোলাম চমকে উঠে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি ঝার দিয়ে চলে গেলো। পুলিশ নিখিল বোসকে নিয়ে এলো। তারপর প্রবেশ করলো ম্যাজিষ্ট্রেট আর উকিল মিঃ সেন)

ম্যাজিষ্ট্রেট—আত্মপক্ষ সমর্থনে আজও কি আপনি বিরত থাক্‌বেন নিখিল বাবু।

নিখিল—নিশ্চয়ই।

ম্যাজিষ্ট্রেট—কেন ?

নিখিল—কেন সে কথা কি আপনিও বুঝ্‌তে পারেন না স্যার ? বুঝ্‌তে পারেন নাকি আইনের নামে এ দেশে আজ যা চল্‌ছে—স্বাধীন ভারতে তা' অন্যায় বলে প্রতিপন্ন হ'বে। নইলে কবে—কোন যুগে—কোন্‌ দেশে দেখেছেন স্যার—দেশপ্রেমের পুরস্কার নির্য্যাতন। কোথায় খুঁজে পেয়েছেন—দেশপ্রেমিক এমনি চোরের মতো হাতকড়া পড়ে আদালতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ?

ম্যাজিষ্ট্রেট—ইতিহাসের নাজির না থাক্‌লেও ভারতের পক্ষে তা সত্য। আর এও সত্য যে রাজদ্রোহীর—

নিখিল—রাজদ্রোহী আমরা এই স্যার—আমাদের বিদ্রোহ অরাজের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের বিপক্ষে আমাদের জেহাদ। বার বার আমরা তো প্রচার করেছি—আমাদের লক্ষ্য গণরাজ—আমাদের চিন্তা স্বাধীনতার—আমাদের মন্ত্র সাম্যের। এ মাটির পৃথিবী থেকে দূর করে দিতে চাই যত অবিচার—চূর্ণ করতে চাই আমরা মানুষের পায়ের শৃঙ্খল। মানুষ বাঁচবে সেখানে মানুষের অধিকার নিয়ে—মুক্তির আলো হাস্‌বে কেবল সেখানকার আকাশে। রাহু গ্রাস মুক্ত হবে সেখানে এ আদিম পৃথিবী।

মিঃ সেন—নিখিল বাবু!

নিখিল—বলুন।

মিঃ সেন—বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে আপনারা অচল করে দিতে চেয়েছেন এ কথা সত্য নয় ?

নিখিল—গভর্ণমেণ্টকে আমরা অচল করতে চাইনি কোন দিন। চেয়েছি এর আইনকে অচল কর্‌তে। যে আইন দেশ প্রমিকের গলায় ফাঁসির রসি পড়িয়ে দিতে ভাবে না—যে আইন পঞ্চাশে মানুষ খেকোদের শাস্তি দিতে পারে নি—আমরা চেয়েছি সেই আইনের পরিবর্ত্তন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—নিখিল বাবু (নিখিল ম্যাজিষ্ট্রের পানে তাকালো) আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন কর্‌তে হচ্ছে। প্রথম দফায় আপনি রাজদ্রোহী সেই হেতু আপনার দু'বছর সশ্রম দণ্ড ভোগ কর্‌তে হ'বে। তার উপর আপনি গভর্ণমেণ্টকে বঞ্চনা করেছেন সেজন্যও আপনার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু গভর্ণর বাহাদুরের করুণায়—

নিখিল—করুণার জন্য তো আমি হাত পাতিনি স্যার

ম্যাজিষ্ট্রেট—তা হ'লে আপনি করুনার আবেদন জানাবেন না—?

নিখিল—কখনত্ত না।

ম্যাজিষ্ট্রে—সেজন্য দ্বিতীয় দফায়ও আপনার আরও দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ কর্‌তে হ'বে।

নিখিল—এ আমার আশীর্ব্বাদ (বলে নিখিল হাস্‌লো। পুলিশ তাকে ভেতরে নিয়ে গেলো। পরে মলয় ও স্বপন কে নিয়ে প্রবেশ কর্‌লো)

মিঃ সেন—তাহ'লে স্বভাবতই আমরা স্বীকার করবো—শেখর রায় কোন উইল করে যায়নি—আর ও রক্তের টিপ ও সম্পূর্ণ জাল।

স্বপন—যা সত্য তাকে কি করে অস্বীকার করবো উকিল বাবু।

মিঃ সেন—শুধু মুখে বল্লেই তো আর হবে না। তাকে প্রমান করতে হ'বে। নইলে আমরা বুঝবো ও উইলের পেছনে কোন সত্য নেই। আচ্ছা শেখর বাবুর মৃত্যু হয় কোন মাসে ?

মলয়— গত নবেম্বরে।

মিঃ সেন—আপনি ছিলেন তখন ?

মলয়—নিশ্চয়।

মিঃ সেন—কোথায় গুলি লেগেছিল তার ?

মলয়—কোন যায়গায়—না শরীরের কোন্ অংশে ?

মিঃ সেন—হ্যাঁ—শরীরের অংশে ?

মলয়—বুকে।

মিঃ সেন—সেই রক্তেই হয়তো তিনি টিপ দিয়েছেন ?

স্বপন—হ্যাঁ।

মিঃ সেন—টিপটা কি ডান হাতের না বাম হাতের—?

স্বপন—বাম হাতের।

মিt সেন—কাগজ জুটলো কোত্থেকে ? তিনি নিশ্চর পথেই মারা যান ?

স্বপন—কাগজ শেখরদার পকেটেই ছিল।

মিঃ সেন—আচ্ছা। রামগোলাম

(কোর্টের নিয়মানুযায়ী কুর্ণিশ করে রামগোলাম প্রবেশ করলো)

সাক্ষী কানাই চট্টোপাধ্যায় কো বোলাও।

রামগোলাম—সাক্ষী কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় হাজির— ।

(কতক্ষণ চুপ করে আবার হাক ছাড়লো—কিন্তু কেউ এলোনা)

মিঃ সেন—অনুপস্থিত। আচ্ছা দেবী প্রসন্নপাকরাশী।

রামগোলাম—সাক্ষী দেবী প্রসন্ন পাকরাশী হাজির—

(দেবীবাবু প্রবেশ করলো।)

মিঃ সেন—আপনি কি জানেন।

দেবী—সব জানি।

মিঃ সেন—কেমন ?

দেবী—এই ধরুন কালি কলুষ। নাশিনীর মহিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যান্ত।

মিঃ সেন—স্পষ্ট করে বলুন।

দেবী—অস্পষ্ট হ'ছে নাকি ? কালি কলুষ নাশিনীর মহিমায়—স্থান, কাল, পাত্র—তার সব কিছুই অত্র (বুক দেখিয়ে) মানে মনের ভেতর ডুব দিয়ে রয়েছে। একবার মাত্র হুজুরের হুকুম চাই—তাহ'লেই সেগুলি ভট্‌ভট্‌ ফট্‌ফট্‌ করে বেরিয়ে আসবে।

মিঃ সেন—আপনার দেখি বেশ রসশাস্ত্রে দখল রয়েছে —

দেবী—কালি কলুষ নাশিনীর মহিমা। বল্‌তে কি ফরিদপুর জেলার লোক আমরা—আমাদের অসনে রস বসনে রস—আর রস এই মনের ভেতর ডগমগ কর্‌ছে। সবই সেই কালি কলুষ নাশিনীর মহিমা। নইলে কেমন করে আর সেই তেরশো সাতাশ সাল থেকে হুজুরের কাঠগড়ায় এসে বিড়্‌ বিড়্‌ করে যাচ্ছি—এও এক রস—অতি উপাদেয় রস।

মিঃ সেন—তেরশো সাতাশ থেকে আপনি সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছেন ?

দেবী—নইলে আর আছি কেমন করে হুজুর। বল্‌তে গেলে ঐটাই হ'লো আমার একরকম ব্যবসা। কালি কলুষ নাশিনীর মহিমায় এ থেকেই পুত্র কন্যা প্রতিপালন করছি। তেরশো তেত্রিশ সালের কথা। কমলগাঁওএর জমিদারী সত্ত্বের মামলায় আমার সাক্ষীই তো সব চাইতে কাজে লেগেছিল। তারপর সোনারগাঁও—

(উদ্‌ভ্রান্ত অলক প্রবেশ করলো। খদ্দরের জামা কাপড় পরিহিত। মাথায় গান্ধীটুপী)

অলক—ধর্ম্মাবতার (সকলের দৃষ্টি যেয়ে তার উপর পড়লো) আমি অলক রায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট—অলকবাবু।

অলক—হ্যাঁ—আমি অলক রায়। আজকের মামলার বাদী। আমি এসেছি—সত্যকে প্রকাশ করার জন্য।

মিঃ সেন—বলুন।

অলক—আমায় আজ বল্‌তেই হ'বে মিঃ সেন—প্রতিনিয়ত আমার বিবেক তারই আবেদন জানিয়ে আমায় দংশন করছে। আজ আমি দিশেহারা। সাম্‌নের প্রজ্জ্বলিত নরক তার লেলিহান শিখা নিয়ে আমায় শাসিয়ে যাচ্ছে। তাই মন—সেই শঙ্কা থেকে রেহাই চায়।

মিঃ সেন—সেজন্যই তো সবায় আপনার পানে তাকিয়ে রয়েছে।

অলক—আমিও জানি। আর সেজন্যই ডাকের অপেক্ষা না রেখে পাগল হ'য়ে ছুটে এসেছি। চারদিকে আমার বিভীষিকা—দণ্ডের উদ্যত খড়্গ নিয়ে অপেক্ষমান। এ পৃথিবীও যেন আজ আমার পায়ের তলা থেকে সরে যেতে চাইছে। মিথ্যা প্ররোচনায় ভুলে যাদের আমি সর্ব্বনাশ করেছি—তাদের মনের দাবী আজ আমার হিংসাকে পরাভূত করেছে।

মিঃ সেন—অলকবাবু!

অলক—ধীরে—আমার স্বর্গের স্বপ্ন ভেঙে যাবে। বহুদিনের সাধনায় আজ যার স্বর্ণদ্বারে এসে পৌঁচেছি—বাইরের কলরবে আবার তা রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। ধর্ম্মাবতার! আরি স্বীকার কর্‌ছি—ও উইল শেখরের- ও সম্পত্তি জনসাধারণের। আমি ওর কেউ নই।

ম্যাজিষ্ট্রেট– আপনি!

অলক– হ্যাঁ আমি। রক্তের টিপ—আমার বুকে এসেও আজ টিপ দিয়ে গেছে—আজ আমার কানে এসে পৌঁচেছে আর্ত্ত দেবতার করুণ ক্রন্দন। আজও কি আমি বসে থাক্‌তে পারি?

ম্যাজিষ্ট্রেট--তাহ'লে—

অলক—আমি নিজেই আমার case withdraw করার আবেদন জানাচ্ছি। আর এক নিমেষও আমি এ পাপের বোঝা বইতে পারছিনে। ছোট হ'য়ে শেখর আজ যা আমায় শিখিয়ে গেলো—বহু যুগের জ্ঞান ভাণ্ডার লুণ্ঠন কর্‌লেও বোধ হয় আমি তা সংগ্রহ কর্‌তে পারতুম না। বল্‌তে পারেন কি অপরাধ ছিল শেখরের....

যার জন্য দিনের পর দিন তাকে দুর্য্যোগের ভেতর দিয়ে চল্‌তে হয়েছে ? বল্‌তে পারেন কি দোষে রূপ নগরের ঐ ফুটন্ত ফুল দুটি আজ নির্য্যাতন সইতে চলেছে ? দেশকে ভালোবাসা অপরাধ হ'লে এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোক অপরাধী—আপনাদের এট্‌লি ট্রুমান, ষ্টালিন সাহেবও বাদ পরবেন না। তা হ'লে চলুন সবার হাতে হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে আমরা এক বদ্ধ কারাগারের মাঝে চলে যাই…(অলকের গলা চেপে এলো)

মিঃ সেন—তাকি আর হয় ?

অলক—কেন হ'বেনা মিঃ সেন—পৃথিবীর চলার ছন্দ থেকেও কি আপনি তা অনুমান করতে পারেন না—। ঐ ইন্দোনেশিয়া, ঐ আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের পানে তাকিয়ে দেখুন—। দেখুন—কোন্‌ মন্ত্রে তারা সব আজ উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—অলক বাবু !

অলক—আপনি আজ সত্যকে রক্ষা করুন ধর্ম্মাবতাব—ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখুন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—তা হ'লে আপনি স্বীকার করছেন ও টিপ শেখরেরই ছিল।

অলক—শুধু স্বীকার নয়—সেই স্বীকাবের সাথে সাথে আমি একটা প্রায়শ্চিত্ত ও করতে চাই—যা স্মরণ করে বাকী জীবনটায় আমি কতকটা শান্তি পাব। শেখরের স্মৃতির স্মরণে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি জনকল্যানেই উৎসর্গ করলুম—

মিঃ সেন—আপনি অলক বাবু ?

অলক—রত্নাকর তার রক্তের ব্যবসা শেষ করেছে মিঃ সেন—আজ তার চোখের সামনে নূতন সৃষ্টির স্বপ্ন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—তা হ'লে আইন স্বপন চৌধুরী আর মলয় সেনকে বেকসুর খালাস দিচ্ছে। আর স্বীকার কর্‌ছে শেখর রায়ের সম্পত্তির উপর কংগ্রেসের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। যারা একটা মিথ্যা মামলা রুজু করে নির্দ্দোষদের এমনি দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য করেছে তাদের বিষয় তদন্ত করা হোক (ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি চলে গেলে)

অলক—আয় তোরা! (অলক স্বপন আর মলয়ের দিকে এগিয়ে গেলো) তোদের জন্য নিয়ে এসেছি এই জয়ের মাল্য—সারা দেশের অভিনন্দনে রাঙা। দেশকে তোরা ভালোবেসেছিস্—মানুষকে তোরা আপন করেছিস্—তাই না বুকের রক্তে রেখে যাচ্ছিস্ সেই ভালোবাসার অমিয় স্বাক্ষর। পরাধীন দেশের ওরে চির বিদ্রোহীর দল! তোদের জন্য তাই লুটে এনেছি সর্ব্বহারাদের প্রাণের প্রণতিটুকু—(মাল্যভূষিত কর্‌লো। গীত কণ্ঠে জনতার প্রবেশ)

আঘাত হানো—আঘাত হানো—আঘাত হানো—
এই শ্মশানের ভস্মে এবার নূতন প্রাণের গঙ্গা আনো।
আঘাত হানো—আঘাত হানো।
ঢাকুক গগন মেঘে মেঘে—
ছুটুক্ পবন প্রবল বেগে,
সর্ব্বনাশের ডঙ্কা আজি কাটায় মরণ শঙ্কা যেন।
অবিচারের পাষাণ বেদী ভাঙুক্ এবার ভাঙুক্,
অগ্নিপণের বজ্র আলোয় দিগন্ত আজ রাঙুক্।
সর্ব্বহারা শিবের জটা—
আসুক্ ডেকে ঘন ঘটা।
প্রলয় পারে এ ধরারে সম-সূর্য্যের পরশ দানো॥

[ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এলো]

সমাপ্ত

শ্রীনবকুমার গরাই